WAMY

যে হারাম তুচ্ছ নয়

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী

18

بسم الله الرحمن الرحيم

WAMY Book Series-18

যে হারাম তুচ্ছ নয়

মূল

মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী

পু[illegible]

ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস

World Assembly of Muslim Youth (V

Bangladesh Office

House # 17, Road # 05, Sector # 0

Uttara Model Town, Dhaka

Phone: 8919123

www.pathagar.com

محرمات استهان بها الناس
যে হারাম তুচ্ছ নয়

১ম প্রকাশ
আগষ্ট ২০০৬

1st Edition
August'2006

লেখক
মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

Author
Mohammad Saleh Al-Munazzid

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী

Translated by:
Maolana Mohammad Shamaun Ali

প্রকাশনায়
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী-১৭, রোড-০৫, সেক্টর-০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোনঃ ৮৯১৯১২৩, ফ্যাক্সঃ ৮৯১৯১২৪

Published by:
Da'wah & Education Department
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House-17, Road-05, Sector-07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123, Fax: 8919124

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোনঃ ৯৩৩৪১৮২, ০১৭১৪-০১৫৯৭৭

Compose & Print
Nabil Computer & Printers
Phone: 9334182, 01714-015977

শুভেচ্ছা মূল্য
৩০ টাকা মাত্র

Price
Thirty Taka Only

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের পরিচালক-প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শান্তি ও রহমতের বার্তাবাহক মুহাম্মদুর রসূলুাহ (সা.) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সংগী-সাথীদের উপর এবং যারা তাঁর হেদায়েতের পথ অনুসরণ করবে তাদের উপর।

WAMY বাংলাদেশ অফিস বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করে আসছে। আসলে চারিত্রিক উন্নতি ছাড়া কোন জাতির উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নয়। **"যে হারাম তুচ্ছ নয়"** শিরোনামের বক্ষমান বইটি এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিক রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ সম্মানিত লেখক, অনুবাদক, পাঠকসহ আমাদের সকলকে ইহকালীন ও পরকালীন পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন॥

ডা: মোহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান
পরিচালক
ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বর্তমান মুসলিম সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায় যে, আমরা অনেকেই জেনে-শুনে, আবার কেউ কেউ না জেনে এমন অনেক কাজই করে থাকি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজ। আমরা সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়তে না পারার কারণে ইসলামের হালাল-হারাম সম্পর্কে অনেকেরই সমক্য ধারনা নেই। এসব কারণে আমাদের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক নিষেধকৃত কাজও সংঘটিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সচেনতা ও জ্ঞানের দৈন্যতাও কম দায়ী নয়। বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধকৃত কতিপয় জিনিসকে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন সৌদী আরবের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ সাহেব। বইটিকে ভাষান্তরিত করেছেন সুবিজ্ঞ আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মাওলানা শামাউন আলী। সময়ের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে WAMY বাংলাদেশ অফিস বইটি ছাপার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করি বইটি আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও আমলকে দুরস্ত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

বইটিতে কোন প্রকার মূদ্রণ প্রমাদ কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করার বিশেষ অনুরোধ রইল, যেন পরবর্তীতে সংশোধন করা যায়। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারাই সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য রইল আন্তরিক শুকরিয়া ও মুবারকবাদ।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের নেক আমল কবুল করুন। আমীন॥

আলমগীর মুহাম্মদ ইউসুফ
ইনচার্জ
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহ এ দুনিয়ায় যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে রয়েছে বিরাট হিকমত ও প্রজ্ঞা। তিনি কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এ দুনিয়ার সবকিছুকেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। মানুষকে সবকিছুর উপর দিয়েছেন কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য। মানুষকে তিনি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন তা গনণা করে শেষ করা যাবে না। এ অসংখ্য নিয়ামেত ভিতর থেকে কিছু কিছু জিনিস ও বিষয়কে তিনি সরাসরি কুরআন পাকের মাধ্যমে হারাম করেছেন এবং কিছু কিছুকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা আহম্মদে মুস্তফা (সা.) এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন। কিন্তু হালালের তুলনায় হারামের সংখ্যা হাতে গুনা একেবারেই নির্দিষ্ট কিছু জিনিস ও বিষয়। এগুলো থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নতুবা আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করার অপরাধে দণ্ডিত হব।

বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে আমরা মুসলমানেরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে অনেকেই হারামের সাথে জড়িয়ে পড়ছি এটা জেনেই হোক বা না জেনে। অথচ একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল হারাম থেকে বেঁচে থাকা। বর্তমান সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেমে দীন, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ এ বিষয়টির ওপর এক তথ্যনির্ভর বই লিখেছেন **محرمات استهان بها الناس** নামে। আমরা বইটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে **'যে হারাম তুচ্ছ নয়'** শিরোনামে তুলে দিতে পারায় মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি- আলহামদুলিল্লাহ। সত্যসন্ধানী হকপুরস্ত ভাইবোনদের আল্লাহ-রাসূলের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী সম্পর্কে জেনে তা পরহেজ করতে এ বইটি সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। বইটি প্রকাশ করার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই মুবারকবাদ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হক জেনে তার ওপর আমল করার এবং বাতিল ও নিষিদ্ধ কাজ অবগত হয়ে তা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

মগবাজার, ঢাকা — মুহাম্মদ শামাউন আলী

১৫ আগস্ট, ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

লেখকের ভূমিকা	৯
আল্লাহর সাথে শিরক করা	১৬
কবর পূজা	১৭
আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত মানা	১৯
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা	১৯
আল্লাহ্ নির্ধারিত হালালকে হারাম করা অথবা তার হারাম করা বস্তুকে হালাল করা	২০
যাদু, জোতিষ্যশাস্ত্র ও ভবিষ্যত গণনা করা	২২
ঘটনা প্রবাহে এবং মানুষের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা	২২
লোক দেখান ইবাদত (রিয়া)	২৪
অশুভ লক্ষণ	২৫
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা	২৭
মুনাফেক বা ফাসেক লোকদের সাথে উঠাবসা করা	২৯
নামাযে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পরিত্যাগ	৩০
নামাযে অনর্থক নড়াচড়া করা	৩২
ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযে ইমামের পূর্বে আগে বেড়ে কাজ করা	৩৩
পেয়াজ, রসুন বা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে আগমন করা	৩৪
জিনা-ব্যভিচার	৩৫
গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা (পুংমৈথুন)	৩৭
শরয়ী ওযর ব্যতিরেকে স্বামীর বিছানায় যেতে স্ত্রীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন	৩৮
বিনা কারণে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া	৩৯
জিহার করা	৪০
হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা	৪১
মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করা	৪২
স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ না করা	৪৩
বেগানা মহিলার সাথে নির্জন সাক্ষাত	৪৪

www.pathagar.com

বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করা	৪৫
সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষের সামনে বের হওয়া	৪৭
মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা	৪৮
ইচ্ছাকৃতভাবে বেগানা মহিলার দিকে দৃষ্টি দেয়া	৪৯
দিয়াসাহ্ বা আত্মমর্যাদা হীনতা	৫০
বংশ পরিচয়ে মিথ্যার আশ্রয় এবং পিতা কর্তৃক পুত্র পরিচয় অস্বীকার	৫১
সুদ খাওয়া	৫২
বেচাকেনার সময় পণ্যের দ্বোষত্রুটি গোপন করা	৫৪
প্রলুব্ধকারী বিক্রি (বাইউন্ নাজেশ)	৫৫
জুমার দিন দ্বিতীয় আজানের পর কেনা-বেচা করা	৫৫
জুয়া ও হাউজী	৫৬
চুরি	৫৮
ঘুষ আদান-প্রদান	৫৯
জমি জবরদখল করা	৬০
সুপারিশ করে হাদিয়া গ্রহণ	৬২
কর্মচারীর কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়ে পারিশ্রমিক না দেয়া	৬৩
সন্তানদের মাঝে কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা না করা	৬৫
প্রয়োজন ছাড়াই অন্যের নিকট টাকা পয়সা ভিক্ষা করা	৬৭
পরিশোধ না করার নিয়তে ধারকর্জ করা	৬৮
হারাম খাওয়া	৬৯
মদপান করা যদিও এক ফোটা পরিমাণ হয়	৭০
সোনা ও চান্দির আসবাবপত্র ব্যবহার এবং তাতে খানাপিনা করা	৭২
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া	৭৩
বাদ্য যন্ত্র ও সঙ্গীত শ্রবণ করা	৭৪
গীবত বা পরনিন্দা	৭৫
চোগলখুরী করা	৭৬
বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখা	৭৭
দু'জনে কানাকানি করা	৭৮

www.pathagar.com

কাপড় ঝুলিয়ে পরা	৭৮
ছেলেদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা	৮০
মেয়েদের খাটো, পাতলা এবং চিপা কাপড় পরিধান করা	৮০
পরচুলা লাগানো	৮১
পোশাক আশাকে, কথা-বার্তা এবং চাল-চলনে পুরুষ ও মেয়েদের একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণ করা	৮২
চুলে কাল রং লাগান	৮৩
কাপড়, দেয়াল, পাত্র ইত্যাদিতে ছবি অংকন করা	৮৩
মিথ্যা স্বপ্ন বলা	৮৫
কবরের উপর বসা, পা দিয়ে মাড়ান এবং কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করা	৮৬
পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা	৮৭
চুপিসারে অন্যের কথা শ্রবণ করা	৮৮
প্রতিবেশীদে সাথে খারাপ আচরণ করা	৮৮
ক্ষতিকারক ওসিয়ত বা উইল করা	৯০
দাবা খেলা	৯১
কোন মুসলমানকে বা অন্যকাউকে অভিসম্পাত করা	৯১
বিলাপ করা	৯২
মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং তাতে ছাপ আঁকা	৯৩
শরয়ী কারণ ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখা	৯৩

www.pathagar.com

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁরই নিকট আমাদের মনের কুমন্ত্রা ও মন্দ কর্ম হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ দেখান, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সুপথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল। অতপর মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরজসমূহ (অপরিহার্য কাজ) কোনভাবেই বিনষ্ট করা যাবে না, তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা যাবে না এবং যেসব জিনিসকে হারাম করেছেন তা করা যাবেনা।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللّٰهِ الْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ نَّسِيًا ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الأية (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا)"-

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর তিনি যে সম্পর্কে নিশ্চুপ আছেন তা তোমাদের জন্য নিরাপদ সুতরাং তোমরা আল্লাহর দেয়া নিরাপদ বস্তুভোগ কর। আল্লাহ কিন্তু ভুলে যাননি। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন "আপনার প্রভু ভুলে যান নি।" (হাকেম ২/৩৭৫, আলবানী সাহেব হাদীসটিকে গায়াতুল মুরাম গ্রন্থে হাসান বলে অবিহিত করেছেন, পৃ. ১৪)

হারাম হল আল্লাহ্র দেয়া নির্ধারিত সীমা।

« تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا » - (البقرة : ١٨٧)

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না।"

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

যারা তাঁর সীমালঙ্ঘন করে হারাম কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা এ বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

«وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ» ـ (النساء : ١٤)

"যে ব্যক্তি আল্লাহও তার রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহকে লংঘন করবে তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" (সূরা নিসা ঃ ১৪)

হারাম থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য বা ওয়াজিব। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "ـ (رواه مسلم ، رقم ١٣٠)

"আমি যেসব বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করি তা হতে তোমরা বিরত থাক এবং যে বিষয়ে নির্দেশ করি তা যথাসম্ভব সম্পাদন কর।"(মুসলিম, হাদীস নম্বর ১৩০)

লক্ষ্যণীয় যে, কতিপয় কামনা-বাসনার অনুসারী, দুর্বল চিত্তের লোক (শরিয়তের) বিদ্যাবুদ্ধি কম, যখন কতিপয় হারামের কথা একাধারে শুনে, তখন কটাক্ষ করে বলে, সবই হারাম কোন কিছুই বাদ দিলেন না, সবই হারাম, আমাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছেন, জীবনাচারকে বিতৃষ্ণ করে ছেড়েছেন, আমাদের বক্ষ সংকুচিত করে ফেলেছেন, আপনাদের নিকট হারাম ছাড়া আর কিছু নেই! দ্বীন হল সহজ বিষয়বস্তু এবং প্রশস্ত। আর মহান আল্লাহ দয়ালু, ক্ষমাশীল। আমরা এদের সাথে আলোচনায় বলি ঃ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা ফয়সালা করেন। কেউ তার ফয়সালার ব্যাপারে দ্বিতম পোষণ করতে পারবে না। তিনি হলেন সর্বজ্ঞানী সর্ব বিষয়ে ওয়াকীফহাল। তিনি যা ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেছেন।

আমাদের আল্লাহর ইবাদত করার নীতি হল যে, তিনি যে ফয়সালা করেন আমরা তাই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিব গ্রহণ করব। আল্লাহ তা'আলা তার বিধান দিয়েছেন ইনসাফের ভিত্তিতে, নিরর্থক এবং অযথা কিম্বা খেল-তামাশার জন্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً ط لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ»ـ (الأنعام : ١١٥)

"আপনার প্রভুর বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক থেকে পরিপূর্ণ। তাঁর আইন

www.pathagar.com

বিধানের কোন পরিবর্তন কারী নেই এবং তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।" (সূরা আন'আম ঃ ১১৫)

মহান প্রভু আমাদের জন্য হালাল-হারামের মানদণ্ড বর্ণনা করে বলেন ঃ

«وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»۔

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করেছেন এবং নাপাক জিনিস হারাম করেছেন।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭)

অতএব পাক-পবিত্র হল হালাল এবং নাপাক জিনিস হারাম। হালাল বা হারাম করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার। সুতরাং যে ব্যক্তি একে নিজের জন্য দাবী করবে বা অন্যের জন্য স্বীকার করবে সে কাফের, এটা বড় কুফরী, যা দ্বীন হতে বের করে দিবে।

«أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ»

"তাদের কি এমন কোন শরীক রয়েছে যারা তাদের জন্য বিধান রচনা করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি।" (সূরা শুরা ঃ ২১)

এ প্রেক্ষাপটে কারো জন্য জায়েয নয় যে, সে হালাল ও হাদীসের জ্ঞানে পারদর্শী আলেম ব্যতীত অন্য কারো কথা শুনবে। যারা কোন জ্ঞান ছাড়াই হালাল হারামের ব্যাপারে কথা বলে তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী এসেছে। পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ» ۔ (النحل : ١١٦)

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলোনা যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম।" (সূরা নাহল ঃ ১১৬)

আর হারাম জিনিস কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে যাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। যেমন মহান প্রভু বলেন ঃ

«قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صلے وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ»۔

"আপনি বলুন, এসো আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তাহলো, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারনে হত্যা করো না।" (সূরা আন'আম ঃ ১৫১)

হাদীস শরীফেও অনেক হারাম জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

"إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ"-

"মদ, মৃত প্রাণী, শুকর ও প্রতিমা বিক্রি আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।" (আবু দাউদ ৩৪৮৬; সহীহ আবু দাউদ ৯৭৭, হাদীসটি সহীহ হবার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে [সম্পাদক])

অপর হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"-(رواه الدارقطنى (٧/٣) وهو حديث صحيح)

"যখন আল্লাহ কোন বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" (দারকুতনী ৩/৭, হাদীসটি সহীহ)

কতিপয় প্রমাণাদি এসেছে বিশেষ বিশেষ ধরণের হারাম বস্তুকে উল্লেখ করে। যেমন-খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ »- (المائدة : ٣)

"তোমাদের প্রতি হারাম করে দেওয়া হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সেই সব জন্তু যা খোদা ছাড়া অপর কারো নামে জবাই করা হয়েছে। যা গলায় ফাঁস পড়ে, আঘাত পেয়ে বা উপর থেকে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে, বা যাকে কোন হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করেছে যা জীবিত পেয়ে জবাই করেছ তা ব্যতীত এবং যা কোন আস্তানায় জবাই করা হয়েছে। সেই সংগে পাশা খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জেনে নেওয়াও তোমাদের জন্য জায়েয নয়।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

www.pathagar.com

তিনি বিয়ের ক্ষেত্রে হারামের উল্লেখ করে বলেন ঃ

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الأَخِ وَبَنٰتُ الأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ اللّٰتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ... »ـ (النساء : ٢٣)

"তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সেইসব মা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, আর তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা ...।" (সূরা নিসা ঃ ২৩)

তিনি উপার্জনের ক্ষেত্রে হারামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ

« وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا »ـ (البقرة : ٢٧٥)

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

অতঃপর মহান দয়ালু প্রভু তাঁর বান্দাদের জন্য অনেক পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আর এজন্যই হালাল বস্তুসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি, কেননা তা অসংখ্য ও অগণিত, যা গণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু হারাম বস্তুসমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, কেননা তা সীমিত এবং তা জানা আমাদের খুবই প্রয়োজন, যেন আমরা এসব থেকে বেঁচে থাকতে পারি। মহপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

« وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ »ـ

"আল্লাহ বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরূপায় হয়ে যাও।" (সূরা আন'আম ঃ ১১৯)

যেসব বস্তু পবিত্র সেসব বস্তুই হালাল। তিনি বলেন ঃ

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا »ـ

"হে মানুষ! জমীনে যেসব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে তা খাও।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)

মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ করুনা যে তিনি সমস্ত বস্তুর মূলে হালাল রেখেছেন যতক্ষণ না হারামের পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত হয়। এটা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া, করুণা এবং প্রশস্ততা। সুতরাং আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হলো, আমরা তাঁর আনুগত্য, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

www.pathagar.com

* কতিপয় লোক যখন হারামের পরিসংখ্যান দেখে তখন তাদের শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এটা প্রকৃতপক্ষে তাদের দুর্বল ঈমান এবং শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতারই প্রমাণ। তারা বিনা বাক্যে একথা মেনে নেবে যে, ইসলামী জীবন বিধান সহজ, নাকি তারা চায় যে, তাদের সামনে পবিত্র বস্তুসমূহের পরিসংখ্যান পড়ে শুনানো হবে, যার ফলে তারা নিশ্চিত হবে যে, ইসলামী শরীয়ত তাদের জীবনকে সংকুচিত করেনি?

তারা কি চায় যে, তাদেরকে বলা হবে–

জবাই করা উট, গরু, ছাগল, খরগোশ, হরিণ, নীল গরু, মুরগী, কবুতর ও হাঁসের গোশ্ত হালাল এবং মৃত পঙ্গপাল ও মাছ হালাল। শাকসব্জি, ফলমূল, সমস্ত প্রকার উপকারী শস্য ও দানা হালাল।

পানি, দুধ, মধু, তেল, সিরকা, লবণ, বিভিন্ন প্রকার মসলা, টক, ঝাল হালাল।

কাঠ, লোহা, বালি, কংকর, প্লাস্টিক, কাঁচ, রাবার হালাল ও পাক-পবিত্র।

জীবজন্তু, গাড়ী, ট্রেন, নৌকা, জাহাজ ও প্লেনে চড়া হালাল বা জায়েয।

এয়ারকন্ডিশন, ফ্রীজ, ওয়াশিং মেশিন, কাপড় শুকানো মেশিন, ব্লেন্ডার মেশিন, সর্বপ্রকার ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনপত্র, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, পানি উত্তোলন, পেট্রোল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য হালাল।

সুতার কাপড়, পশমের কাপড়, গোবর, চুল, চামড়া, নাইলন ইত্যাদি হালাল।

বিয়ে, বেচাকেনা, অভিভাবকত্ব গ্রহণ, ভাড়া দেওয়া, কর্মকার ও কাঠমিস্ত্রীর পেশা, ছাগল বকরি ও গরু চরানো হালাল।

আমাদের পক্ষে কি এভাবে হালাল গণনা করে শেষ করা সম্ভব হবে? এ জাতির লোকদের কি হয়েছে? এরা কেন সঠিক কথা বোঝে না?

কেউ কেউ প্রমাণ পেশ করে যে, দ্বীন হল সহজ, এ কথাটি নিঃসন্দেহে সঠিক, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হলো খারাপ। কেননা দ্বীন সহজের অর্থ এ নয় যে, মানুষের মন যা চাইবে তাই হবে বরং তা নয়, শরীয়তে যেটা এসেছে সেটাই সঠিক ও সহজ। হারাম কাজ করে ভ্রান্ত দলীল নিয়ে আসা এবং দ্বীন হল সহজ সরল এ কথার মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। শরীয়তের সহজ সরল বিধান গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে। যেমন দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া, নামায কসর করা, সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা, মোজার উপর মাসেহ করা, তায়াম্মুম করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

*** পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন তাতে মুসলমানদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। তন্মধ্যেঃ আল্লাহ তাআলা এই হারাম বস্তুর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, তারা কি করছে? এর মধ্যে তিনি পার্থক্য করবেন জান্নাতী ও জাহান্নামীদের। জাহান্নামীরা নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থে বিভোর, আর জান্নাতীরা খারাপ কাজ দৃঢ়তার সাথে পরিহার করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।** এই পরীক্ষা যদি না থাকত তাহলে অবাধ্য ও অনুগতের মধ্যে পার্থক্য করা যেতো না। ঈমানদাররা দীনি দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে এটাই মনে করে যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে, তখন তাদের কাছে এসব কাজের কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। আর মুনাফেকরা দ্বীনি দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যকে দুঃখ কষ্ট ও বঞ্চনার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এজন্য এসব দ্বায়িত্ব পালন তাদের কাছে বিরাট বোঝা এবং কঠিন কাজ বলে মনে হয়।

আল্লাহর অনুগত বান্দারা হারাম পরিত্যাগ করে আনন্দ ও মজা অনুভব করে ঃ **যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কিছু পরিত্যাগ করল, আল্লাহ তাকে এর চেয়ে ভাল কিছু দান করবেন এবং সে তার অন্তরে ঈমানের মজা অনুভব করবে।**

আমাদের এ লেখনীর মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকা কিছু সংখ্যক হারামের কথা জানতে পারবেন যা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং এগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণও দেখতে পাবেন। আমরা যেসব হারামের কথা উল্লেখ করছি তা আজ মুসলিম সমাজের রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা এসব হারামের ব্যাপারে লোকজনকে সদোপদেশ দিতে এবং সতর্ক করতে চাই। আমি আল্লাহর নিকট আমার জন্য এবং আমার মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য সঠিক পথ ও তাওফীক কামনা করছি যেন আমরা সকলে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখার মাঝে থাকতে পারি। তিনি যেন আমাদেরকে হারাম কাজকর্ম এবং খারাপ কর্মকান্ড থেকে হেফাজত করেন। তিনি উত্তম হেফাজতকারী এবং অতীব দয়ালু দাতা।*

বিনীত লেখক

---

* এ বইটি অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আদ্যপান্ত পড়ে দেখেছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। এদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)। তিনি কিছু টিকাও সংযোজন করেছেন। সেসব টিকাকে আমরা বিশেষ ভাবে [ইবনে বায] দ্বারা উল্লেখ করেছি।

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে শিরক করা

এটি সব হারামের মধ্যে বড় হারাম। আবু বাকরার হাদীস এর বড় প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (ثلاثا) قَالُوْا : قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ »۔ (متفق عليه ، البخارى رقم ٢٥١١)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি তা বলে দেব না? (তিন বার) তারা বলেন, আমরা বললাম হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।" (বুখারী, মুসলিম, বুখারী হাদীস নং ২৫১১)

শিরক ব্যতীত প্রত্যেক গুনাহই আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরকের জন্য বিশেষভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ »۔ (النساء : ٤٨)

"নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যা তাঁর সাথে শরীক করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।" (সূরা নিসা ঃ ৪৮)

শিরক এর মাঝে কিছু আবার রয়েছে বড় শিরক যা দ্বীন ইসলাম থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বের করে দেয় এবং সে ব্যক্তি শিরকের অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এ ধরনের বড় বড় শিরক আজ মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মারাত্মক শিরকের কথা উল্লেখ করা হল।

www.pathagar.com

কবর পূজা

ওলীরা প্রয়োজন পূরণ করে দেন, বিপদ দূর করেন, সাহায্য-সহায়তা করেন এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ» ـ (بنى اسرائيل : ٢٣)

"আপনার প্রভু একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)

তেমনিভাবে আরোগ্য লাভ, কষ্ট লাঘব ও বিপদাপদ দূর করার জন্য মৃত নবী, নেককার বা অন্য কারো নিকট দু'আ প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন.ঃ

«اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ـ (النمل : ٦٢)

অর্থাৎ বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য আছে কি? (সূরা নমল ঃ ৬২)

অনেকেই তো উঠতে-বসতে শুতে-ঘুমাতে তার শায়খ বা ওলীর নাম বলা অভ্যাসে পরিণত করেছে। যখনই কোন বিপদ বা মসিবতে পড়ে তখন কেউ বলে, ইয়া মুহাম্মদ (হে মুহাম্মদ), কেউ বলে ইয়া আলী, আবার কেউ বলে ইয়া হাসান, ইয়া বাদবী, ইয়া জিলানী, ইয়া শাজলী, ইয়া রেফায়ী, ডাকে ঈদুরোসকে, ডাকে সাইয়েদা জয়নবকে এবং ডাকে ইবনে আলওয়ানকে। অথচ মহান আল্লাহ বলেনঃ

«اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ» ـ (الاعراف : ١٩٤)

"নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তারাতো তোমাদেরই মত বান্দা।" সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৪)

www.pathagar.com

কতিপয় কবরপূজারী কবরকে তাওয়াফ করে এবং তার কোনায় হাত দেয় এবং এ হাতকে শরীরে মর্দন করে। কবরের উপর যে চাদর থাকে তাতে চুম্বন করে। তার মাটিও ধুলা বালি মুখে মাখে, তাকে সেজদা করে, তার সামনে অবনত মস্তকে বিনীত ভাবে দাঁড়ায়, সেখানে তাদের হাজত পূরা করার জন্য দোয়া করে, আরোগ্য কামনা করে, সন্তান প্রার্থনা করে অথবা অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। হযরত বা কবরবাসীকে লক্ষ্য করে ডাকে, হে আমার নেতা! আমি আপনার নিকট অনেকদূর থেকে এসেছি, আমাকে নিরাশ করবেন না। মহান প্রভু বলেন ঃ

«وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ»ـ (الاحقاف : ٥)

"সে লোকদের তুলনায় অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তাদের ডাকে সাড়া দিবে না? বরং তারা এদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও বেখবর।" (সূরা আহকাফ ঃ ৫)

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ"ـ (رواه البخارى ، الفتح ١٧٦/٨)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকত, মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী, ফতহুলবারী ৮/১৭৬)

কিছু লোক কবরের নিকট গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে। কারো কারো নিকট এ ধরনের বই রয়েছে, যাতে মাযার যিয়ারতকে হজ্জের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করে যে, ওলীরা পৃথিবীতে বিভিন্ন কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তারা ভাল এবং মন্দ করতে পারেন। অথচ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ ط وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ»ـ (يونس : ١٠٧)

"আল্লাহ যদি আপনাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে এমন কেউ নেই যে, সে বিপদ দুর করতে পারে। আর তিনি যদি কোন কল্যাণ আপনাকে দিতে চান তাহলেও এমন কেউ নেই যে, সে তা রদ করতে পারে।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৭)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত মানা শিরকের অন্তর্গত ঃ

যেমন কিছু লোক কবরবাসী ও মাজারের জন্য বাতি ও মোমবাতি মানত করে।

*** বড় শিরকের বহিঃপ্রকাশ হল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা।**

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ »- (الكوثر : ٢)

"আপনার প্রভুর জন্যই নামায পড়ুন এবং জবাই করুন।" (সূরা কাউসার ঃ ২)

অর্থাৎ আল্লাহর জন্যই কুরবানী করুন তার নামেই জবাই করুন। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ"- (رواه الامام مسلم فى صحيحه رقم ١٩٧٨)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে জবাই করে তার উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর ১৯৭৮)

জবাইর মাঝে কখনও কখনও দুটি হারাম কাজের সমন্বয় ঘটে। কাজ দু'টি হলো ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য জবাই করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা। এ দু'অবস্থায়ই জবাই করা জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা হলাল নয়। বর্তমান যুগেও জাহেলী যুগের জবাই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। যেমন জিনের নামে জবাই করা। কেউ কেউ কোন বাড়ী খরিদ করলে বা কুয়া খুড়লে জিনের ক্ষতির আশংকায় সেখানে কোন জন্তু জবাই করে। (দেখুন তায়সীরুল আজীজুল হামীদ, পৃ. ১৫৮)

বড় শিরকের একটি বহুল প্রচলিত উদাহরণ হল, আল্লাহ্ নির্ধারিত হালালকে হারাম করা অথবা তার হারাম করা বস্তুকে হালাল করা অথবা এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এ অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে মানব রচিত আইনের কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে বিচার চাওয়া। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ এটিকে বড় কুফরী বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর এ বাণীতে ঃ

« اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ »-

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পাদ্রী ও পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩১)

www.pathagar.com

যখন আদী ইবনে হাতেম নবী কারিমের নিকট থেকে এ আয়াত শুনেন তখন তিনি বলেন, তারাতো তাদের ইবাদত করত না। তিনি বলেন ঃ "হাঁ, অবশ্যই। তারা আল্লার দেয়া হালালকে হারাম করলে তা মেনে নিত এবং আল্লাহর দেয়া হারামকে হালাল করে দিলে তা গ্রহণ করত, এটাই তাদের ইবাদত করা।" (তিরমিযী, বায়হাকী)

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এভাবে চিত্রিত করেছেন ঃ

«وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ»۔ (التوبة : ٢٩)

"তারা আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজেদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না।" (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

«قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ط قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ»۔ (يونس : ٥٩)

"হে নবী তাদের বলুন, তোমরা কি কখনো এ কথা চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাজিল করেছেন তা হতে তোমরা নিজেরাই কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল করে নিয়েছ। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ কি তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ?" (সূরা ইউনুস ঃ ৫৯)

বড় শিরকের ব্যাপক প্রচলিত কয়েকটি প্রকার হল, যাদু, জোতিষ্যশাস্ত্র ও ভবিষ্যত গণনা করা।

যাদু হল বড় কুফরী এবং ধ্বংসকারী সাতটি মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত, তা শুধুই ক্ষতিকারক, এতে কোনই কল্যাণ নেই। এধরনের শিরকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ»۔ (البقرة : ١٠٢)

www.pathagar.com

"তাদের জন্য যা ক্ষতিকর তারা তাই শিক্ষা করত এবং তা তাদের কোন কল্যাণেই আসত না।" (সূরা বাকারা ঃ ১০২)

তিনি আরো বলেন ঃ «وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى» ـ (طه : ٦٩)

"যত জাকজমক করেই আসুক না কেন যাদুকর কখনও মুক্তি পাবে না।" (তা-হা ঃ ৬৯)

যে ব্যক্তি যাদু করবে সে কাফের। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ» ـ (البقرة : ١٠٢)

অর্থাৎ "সোলায়মান কুফরি করেননি; শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না।" (সূরা বাকারা ঃ ১০২)

যাদুকরকে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে। তার উপার্জন হারাম, অপবিত্র। কারো প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বা কোন কিছু পাবার জন্য অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের লোকজন যাদুকরের ও যাদুর স্মরণাপন্ন হয়। অনেকে আবার যাদু টোনা ছুটাবার জন্য এ হারাম কাজের স্মরণাপন্ন হয়। কিন্তু তার উপর ওয়াজিব ছিল আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর কালামের মাধ্যমে এসব থেকে নাজাত পাওয়া। জোতিষ্যী ও ভবিষ্যত বক্তারা (গনক) আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীকারী, যদিও তারা গায়েবের খবর জানার কথা দাবী করে। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েরের কথা জানে না। এদের অনেকেই ধোকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে টাকা পয়সা উপার্জন করে। এরা বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ও কৌশল অবলম্বন করে। যেমন, বালুতে দাগ টানা, কাপ-পিরিচ অথবা পোয়ালা পড়া কিংবা কাঁচের বল ইত্যাদিতে ফুঁ দেয়া। যদি তারা একটা সত্য বলে তাহলে নিরানব্বইটা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু গাফেল লোকজন তার ভাল কথাগুলো প্রচার করে। যার ফলে ভবিষ্যত, ভাল

www.pathagar.com

মন্দ, বিয়েতে বা ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি জানার জন্য বা কোন হারাম জিনিস পাবার জন্য তার নিকট যায়। যে ব্যক্তি তাদের নিকট যাবে তার হুকুম বা বিধান হল ঃ ওরা যা বলে সে যদি তা বিশ্বাস করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে এবং ইসলামের গন্ডী হতে বের হয়ে যাবে। এর প্রমাণ হল নবী করীমের এ বাণী ঃ

"مَنْ اَتَى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ"۔ (رواه الامام أحمد ٤٢٩/٢ وهو فى صحيح الجامع ٥٩٣٩)

"যে ব্যক্তি গনক বা জ্যোতিষির নিকট গমন করল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল তাহলে সে মুহাম্মদের উপর যা নাজিল করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল।" (আহমাদ ২/৯২৪; সহীহ আল-জামে ৫৯৩৯)

কিন্তু যদি কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা গায়েবের খবর জানেনা, কিন্তু তাকে পরীক্ষা করার জন্য যায়, তাহলে সে কাফের হবে না। এর ফলে তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। এর প্রমাণ হল নবী করীমের (সা.) বাণী ঃ

"مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً"۔(صحيح مسلم ١٧٥١/٤)

"যে ব্যক্তি ভবিষ্যতবক্তার নিকট আসল এবং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল, তার চল্লিশ রাতের নামায কবুল হবে না।" (সহীহ মুসলিম ৪/১৭৫১)

তার প্রতি নামায ওয়াজিব হবে এবং তাকে তাওবা করতে হবে।

ঘটনা প্রবাহে এবং মানুষের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঃ

হজরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ায় আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ালেন বৃষ্টি হওয়ার পর। তিনি সালাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেন? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ আমার বান্দারা কেউ সকাল করল আমার সাথে ঈমান এনে এবং কেউ সকাল করল আমার সাথে কুফুরী করে। যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহর অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমান রাখল এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাস করল। আর যে বলল, উমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার সাথে কুফুরী করল এবং নক্ষত্রের

www.pathagar.com

উপর বিশ্বাস রাখল।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ২/৩৩৩)

এ ধরনের রাশিচক্রের উপরে আস্থা রাখা বা যা সাধারণত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকে, যদি সে এ বিশ্বাস রাখে যে, এর উপর নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে তাহলে সে মুশরিক। আর এমনি যদি পড়ে থাকে তাহলে সে গুনাহগার হবে, কেননা শিরকী কথাবার্তা পড়া জায়েয নয়। এছাড়াও শয়তান তার মনে ভ্রান্ত ধারনা-বিশ্বাস ছড়াতে পারে, যা শিরকের দিকে ধাবিত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে। যে সব বস্তুতে কোন উপকার আল্লাহ রাখেননি সে সব বস্তুতে উপকার রয়েছে বলে বিশ্বাস করা শিরকী কাজ। যেমন কেউ বিশ্বাস করে, তাবিজ, ঝিনুক কিম্বা লোহা ইত্যাদির বালা উপকারী। জ্যোতিষী কিম্বা যাদুকর অথবা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে গলায় কিম্বা বাচ্চাদের বাহু, কোমর ইত্যাদিতে তা বাধে, কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা বা বিপদ আপদ দূর করার জন্য, কিম্বা কেউ কেউ এসব বাড়ীতে বা গাড়ীতে লটকিয়ে রাখে অথবা কেউ বহু ধাতু দিয়ে তৈরী আংটি ব্যবহার করে। এসব করা আল্লার উপর ভরসা রাখার পরিপন্থী কাজ। এতে মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়, আর এটি হচ্ছে হারাম দ্বারা চিকিৎসা করান।

এসব তাবিজ কবজ যা লটকান হয়ে থাকে তাতে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য শিরক এবং জিন শয়তানদের নিকট সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছুতে এমন সব বিষয় লেখা হয় যার কোন অর্থ বুঝা যায় না।

কোন কোন ধোকাবাজ কুরআনের আয়াত লিখে তাতে শিরকী কথা ঢুকিয়ে দেয়। কেউ আবার কুরআনের আয়াত লিখে তাতে নাপাকী লাগিয়ে দেয় অথবা হায়েজের রক্ত লাগিয়ে দেয়। পূর্বে যে সব উল্লেখ করা হলো তা লটকান অথবা বাঁধা হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এরশাদ করেন ঃ

"مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ"۔ (رواه أحمد ٤/١٥٦ وهو فى السلسلة الصحيحة رقم ٤٩٢)

"যে ব্যক্তি তাবিজ-কবজ লটকাল সে শিরক করল।" (আহমাদ ৪/১৫৬, সিলসিলা সহীহা, নম্বর ৪৯২)

* কেউ যদি এ বিশ্বাস রাখে যে, এসব বস্তু উপকার করে বা ক্ষতি করে তাহলে সে মুশরিক এবং বড় শিরককারী বলে গন্য হবে। আর যদি বিশ্বাস করে যে এগুলো লাভ ক্ষতির কারণ, কিন্তু আল্লাহই সব কিছু করেন তাহলেও সে মুশরিক, তবে ছোট শিরককারী বলে গন্য হবে।

www.pathagar.com

লোক দেখান ইবাদত (রিয়া)

নেক আমলের শর্ত হলো সুন্নতী তরিকায় একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই হতে হবে এবং তা যেন রিয়া থেকে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি লোক দেখান ইবাদত করে সে মুশরিক, ছোট শিরককারী। তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, যেমন কেউ লোক দেখান নামায পড়ল।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ قَلِيْلاً»- (النساء : ١٤٢)

"অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে। অথচ তারা নিজেরাই আল্লাহ কর্তৃক প্রতারিত হচ্ছে। বস্তুত ঃ তারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে শিথিলভাবে নামাযে দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।" (সূরা নিসা ঃ ১৪২)

তেমনিভাবে কেউ যদি এমন আমল করে যে লোকজন তার কথা বলাবলি করবে বা শুনবে তাহলে সে শিরকে নিপতিত হবে। যে এধরনের কাজ করবে তার জন্য শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- "যে ব্যক্তি শোনাবার জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখাবার জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাকে দেখিয়ে দেবেন।" (মুসলিম ৪/২২৮৯)

কেউ যদি কোন কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ও মানুষ দু'টোই উদ্দেশ্য করে, তাহলে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ

"أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ

www.pathagar.com

مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ"۔(رواه مسلم رقم ٢٩٨٥)

"আমি শরীকদের থেকে মুক্ত। যদি কেউ কোন আমল করার সময় আমার সাথে কাউকে শরীক করে, তাহলে আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করব।" (মুসলিম ২৯৮৫)

কেউ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কোন আমল শুরু করে এরপর তাতে যদি রিয়া চলে আসে এবং সে যদি তা অপছন্দ করে রিয়াকে হটাবার চেষ্টা করে তাহলে তার আমল সঠিক হবে। আর যদি তার মন সেটাকে ভাল মনে করে পুলকিত হয় তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে বলে অধিকাংশ আলেম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অশুভ লক্ষণ

অশুভ লক্ষণ বা কোন কিছুতে কুলক্ষণ ধরে নেয়া অথবা অশুভ ধারনা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهِ ج وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهُ»۔(الاعراف : ١٣١)

"অতপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাকে মুসা ও তাঁর সঙ্গীদের কুলক্ষণ বলে অভিহিত করে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩১)

আরবের লোকেরা সফর বা কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে পরীক্ষামূলকভাবে একটা পাখি ধরে তা উড়িয়ে দিত। পাখিটি যদি ডান দিকে উড়ে যেত তাহলে সেটাকে শুভলক্ষণ ধরে নিয়ে সে কাজ করত। আর যদি বাম দিকে যেত তাহলে তাকে কুলক্ষণ ধরে নিয়ে সে কাজ হতে বিরত থাকত। নবী করীম (সা.) এ কাজের ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন এ বলে ঃ

"اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ"۔(رواه الامام أحمد ٣٨٩/١ وهو فى صحيح الجامع ٣٩٥٥)

www.pathagar.com

"লক্ষণ জানার জন্য পাখি উড়ান শিরক।" (আহমাদ ১/৩৮৯; সহীহ আল-জামে ৩৯৫৫)

* এ ধরনের ধারনা পোষণ করা পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। কোন মাসকে অশুভ মনে করা একই পর্যায়ে পড়ে। যেমন সফর মাসে বিয়ে করা, কোন কোন দিনকে অশুভ মনে করা। যেমন প্রত্যেক মাসের শেষ বুধবারকে অথবা কোন কোন সংখ্যাকে অলক্ষুণে বা অশুভ মনে করা। যেমন কেউ ১৩ সংখ্যাকে, কিংবা কোন নাম বা বিকলাঙ্গকে কুলক্ষণ মনে করে। যেমন হয়ত দোকান খুলতে যাচ্ছে এ সময় রাস্তায় অন্ধলোকের সাথে দেখা হল, তখন সেটাকে অশুভলক্ষণ ধরে নিয়ে ফেরত আসলো, এ সবই হারাম ও শিরক। যারা এধরনের আকীদায় বিশ্বাসী তাদের থেকে নবী করীম (সা.) নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে অশুভলক্ষণ ধরল বা যার জন্য অশুভলক্ষণ ধরা হল এবং যে ভবিষ্যত গণনা করল বা যার জন্য ভবিষ্যত গণনা করা হল এবং যে যাদু করল বা যার জন্য যাদু করা হল।" (তবারানী ১৮/১৬২, সহীহ আল-জামে ৫৪৩৫)

কেউ যদি এসবে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার কাফ্ফারা হল সে যেন নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে, যা আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا كَفَّارَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ : أَنْ يَّقُوْلَ أَحَدُهُمْ : اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ"۔ (رواه أحمد ٢/٢٢٠ ، السلسلة الصحيحة ١٠٦٥ (هذا الحديث فيه ضعف ، ويحسن أن يذكر بصيغة التمريض ۔)

"যাকে অশুভলক্ষণ কোন কাজ করতে বিরত রাখল, সে শিরক করল। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এর কাফ্ফারা কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে এ দু'য়া বলতে হবে- আল্লাহুম্মা লা-খায়রা ইল্লা খায়রুকা, ওয়ালা-তায়রা ইল্লা

www.pathagar.com

তায়রুকা, ওয়ালা- ইলাহা গায়রুকা, অর্থাৎ-"হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন কল্যাণ নেই। তোমার অশুভলক্ষণ ব্যতীত কোন কুলক্ষণ নেই এবং তুমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।" (আহমাদ ২/২২০; সিলসিলা সহীহা ১০৬৫ [এ হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে। উত্তম হল নির্দেশসূচক ভাষায় উল্লেখ না করা- ইবনে বায])

কুধারনা ও লক্ষণ নেয়া মানুষের স্বভাবজাত জিনিস তা কম বা বেশী যাই হোকনা কেন। এর গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা হল আল্লাহর উপর ভরসা করা। যেমন ইবনে আব্বাস বলেন, "আমাদের এমন কেউ নেই যে, (তার মনের মাঝে এ সবের উদয় হয় না) কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা এ সবকে দূর করে দেয়।" (আবু দাউদ হাদীস নং ৩৯১০; সিলসীলা সাহীহা ৪৩০)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা

আল্লাহ তায়ালা যে কোন বস্তুর নামে শপথ করতে পারেন। কিন্তু কোন সৃষ্টিকুলের জন্য জায়েয নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করে। অনেক মানুষের মুখেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করতে শুনা যায়। শপথ এক প্রকার সম্মান ও ভক্তির বিষয়, সুতরাং তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যাবে না। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে মারফু সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

"أَلاَ إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"- (رواه البخارى ، انظر فتح البارى ١١/٥٣٠)

"তোমরা সাবধান হও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। একান্তই যদি কাউকে শপথ করতে হয় তাহলে আল্লাহর নামেই শপথ করবে অথবা বিরত থাকবে।" (বুখারী. দেখুন ফতহুল বারী ১১/৫৩০)

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে মারফু সূত্রে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ"- (رواه أحمد٢/١٢٥ ، انظر صحيح الجامع ٦٢٠٤)

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল, সে শিরক করল।" (আহমদ ২/১২৫; দেখন সহীহ আল-জামে ৬২০৪)

অন্য হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا"- (رواه أبو داود ٣٢٥٣ وهو فى السلسلة الصحيحة رقم ٩٤)

"যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ ৩২৫৩; সিলসিলা সহীহ, নম্বর ৯৪)

সুতরাং কাবার নামে, আমানতের নামে, সম্মান মর্যাদা কিম্বা ওমুক ব্যক্তির বরকতের নামে শপথ করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে ওমুক ব্যক্তির সম্মানের শপথ, নবীর সম্মানের শপথ বা কোন ওলীর নামে বা বাপ-দাদা, মা-নানী, দাদা-দাদী বা সন্তানের মাথা খেয়ে শপথ করা এসবই হারাম। কারো দ্বারা এরূপ হয়ে গেলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلـهَ إِلاَّ اللّٰهُ"- (رواه البخارى ، فتح البارى ١١/٥٣٦)

"কেউ শপথ করে যদি বলে লাত উয্যার নামে শপথ, তাহলে যেন বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।" (বুখারী, ফতহুল বারী- ১১/৫৩৬)

এ অধ্যায়ে আরও কিছু শির্কী এবং হারাম শব্দ উল্লেখ করছি যা সাধারণত মানুষের মুখে শোনা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমি আল্লাহর নিকট এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি আল্লাহর উপর এবং আপনার উপর ভরসা করছি, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আপনার পক্ষ থেকে, আমার জন্য একমাত্র আল্লাহ আছেন এবং আপনি আছেন, আমার একমাত্র আসমানে আছেন আল্লাহ এবং জমিনে আছেন আপনি, আল্লাহ যদি না থাকতেন এবং উমুক ব্যক্তি যদি না থাকতেন, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত, এ সময়টা খুবই খারাপ, এ সময় হল গাদ্দারের যুগ, এ ধরনেরই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বান্দা বা গোলাম হওয়া

www.pathagar.com

বোঝায় এমন সব নাম, আবদুন নবী (নবীর গোলাম বা বান্দা), আবদুর রাসুল (রসুলের বান্দা) এবং আবদুল হোসাইন (হোসাইনের বান্দা)।

তাওহীদের পরিপন্থী কিছু পরিভাষা বা শব্দ ব্যবহার করাও হারাম। যেমন, ইসলামী সমাজতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র, জনগণের ইচ্ছাই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা, দ্বীন আল্লাহর জন্য আর দেশ সবার জন্য ইত্যাদি।

রাজাধিরাজ বা বিচারকের বিচার ইত্যাদি বলা হারাম। যেমন, কাউকে রাজাধিরাজ উপাধি দেওয়া, কাউকে সব বিচারকের বিচারক বলা কিংবা কোন মুনাফিক বা কাফেরকে আমাদের মহামান্য নেতা বলে সম্বোধন করা ইত্যাদি।

মুনাফেক বা ফাসেক লোকদের সাথে উঠাবসা করা

অনেক ঈমানদার লোকই ইচ্ছা করে ফাসেক, ফাজের এবং শয়তান প্রকৃতির লোকদের সাথে উঠাবসা করে। বরং, এমন লোকদের সাথে উঠাবসা করে যারা ইসলামী শরীয়তকে কটাক্ষ করে, দ্বীন ও এর অনুসারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব কাজ করা হারাম। তাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কেই প্রশ্ন জাগে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ج وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ»۔ (الانعام : ٦٨)

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।" (সূরা আন'আম ঃ ৬৮)

সুতরাং এই অবস্থায় তাদের সাথে বসা জায়েয নয়, যদিও তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে থাকে বা চলাফেরা ঘনিষ্ঠ হয় এবং তাদের কথাবার্তা খুব মধুর হয়। কিন্তু কেউ যদি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার ইচ্ছা রাখে কিংবা তাদেরকে বাতিল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্পর্ক বহাল রাখে তাহলে জায়েয। কিন্তু কেউ যদি বিরাজমান অবস্থায় তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকে বা চুপ থাকে, তাহলে তা

www.pathagar.com

জায়েয নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَإِنَّ اللّٰهَ لاَيَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ »۔ (التوبة : ٩٦)

"অতএব তুমি যদি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তবু আল্লাহ তা'য়ালা এ নাফরমান লোকদের প্রতি রাযী হবেন না।" (সূরা তাওবা ঃ ৬৮)

নামাযে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা পরিত্যাগ

সবচেয়ে বড় চুরি হলো নামায চুরি করা। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

"أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً اَلَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه . قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ : لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا"۔ (رواه أحمد ٥/ ٣١٠ وهو فى صحيح الجامع ٩٩٧)

"সবচেয়ে জঘণ্য চোর হল যে তার নামাযে চুরি করে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে নামাযে চুরি করে? তিনি বললেন ঃ রুকু ও সিজদা পূরা করে না।" (আহমাদ ৫/৩১০; সহীহ আল-জামে ৯৯৭)

নামাযে প্রশান্তি ও নিষ্ঠা পরিত্যাগ এবং রুকু সিজদায় পিঠ সোজা না করা এবং রুকু থেকে উঠার পর সোজা হয়ে না দাড়ান এবং দুই সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে না বসা, অধিকাংশ মুসল্লীর মাঝে এ সব ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কোন মসজিদই এ ধরনের মুসল্লী থেকে মুক্ত নয়। নামাযে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা থাকা নামাযের একটি রুকন, যা ব্যতিরেকে নামায সঠিক হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

"لاَ تَجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ"۔ (رواه أبو داود ١/٥٣٣ وهو فى صحيح الجامع ٧٢٢٤)

"কারো নামায ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না রুকু এবং সিজদায় তার পিঠ সোজা করবে।" (আবু দাউদ ১/৫৩৩; সহীহ আল-জামে ৭২২৪)

www.pathagar.com

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ কাজটি নিন্দনীয় এবং যে এ কাজ করবে সে তিরস্কার এবং শাস্তি পাবার উপযুক্ত।

আবু আবদুল্লাহ আল-আশয়ারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের নিয়ে নামায পড়লেন, অতপর তাদের সাথে বসে পড়লেন। এরই মাঝে একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায পড়তে শুরু করল। সে রুকু সিজদায় ঠোকর মারছিল। তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা কি একে দেখছ না? নামাযে ঠোকর মারছে, যেমন কাক রক্তে ঠোকর মারে। যে ব্যক্তি রুকু সিজদায় ঠোকর মারে সে হল ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত যে শুধু একটি দু'টি মাত্র খেজুর খায়, এতে তার কি হবে?" (ইবনে খুজায়মা ১/৩৩২; দেখুন শায়খ আলবানী প্রণীত সিফাতু সালাতিন্ নাবী, পৃ. ১৩১)

হযরত যায়েদ ইবনে ওহাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হুজায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে রুক সিজদা পূরা করছিল না। তিনি বললেন, তুমি নামাযই পড়নি। যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যেতে তাহলে মুহাম্মদের (সা.) দ্বীনের আওতায় তোমার মৃত্যু হত না।" (বুখারী, ফতহুল বারী ২/২৭৪)

নামাযে একাগ্রতা ও নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি যখন থেকেই এ বিধানের কথা জানতে পারবে তখন থেকেই তার উপর ফরজ হবে নামাযে এ অভ্যাস চালু করা এবং পূর্বে যা ঘটে গেছে তার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করা। তাকে পূর্বের সব নামায দোহরাতে হবে না। নিম্নে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না।

"اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" - (رواه البخاری ، انظر الفتح ٢/٢٧٤)

"তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়, কেননা তুমি নামাযই পড়নি।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ২/২৭৪)

www.pathagar.com

নামাযে অনর্থক নড়াচড়া করা

এ এক মারাত্মক ব্যাধি, এথেকে বিরাট সংখ্যক মুসল্লী নিরাপদ নয়। কেননা তারা আল্লাহর এ বাণীকে বাস্তবায়ন করে না ঃ

«وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ»- (البقرة : ٢٣٨)

"তোমরা আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" (বাকারা ঃ ২৩৮)

তারা আল্লাহর এ বাণীও বুঝে না ঃ

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ»- (المؤمنون : ١-٢)

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, নম্র।" (সূরা মুমিনুন ঃ ১-২)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে কঙ্কর ঠিক করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ "তুমি নামাযে তা স্পর্শ করবে না। যদি একান্তই প্রয়োজন পড়ে তা হলে মাত্র একবার ঠিক করতে পার।" (আবু দাউদ ১/৫৮১; সহীহ আল-জামে ৭৪৫২। [মূল হাদীসটি মুসলিম শরীফে রয়েছে, মুয়াইকীব (রা.) হতে- ইবনে বায]

উলামাগন উল্লেখ করেছেন যে বিনা প্রয়োজনে একাধারে অনেক নড়াচড়া করলে নামাযই বাতিল হয়ে যাবে।

তাহলে ওদের কি অবস্থা হবে যারা আল্লাহর সামনে নামাযে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখে, কাপড় ঠিক করে, নাকের ভিতর আঙ্গুল ঢোকায়, ডানে বামে এবং আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাদের কি এ ভয় নেই যে, তার দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয়া হতে পারে এবং শয়তান তার নামাযকে ছিনতাই করে নিয়ে যেতে পারে?

www.pathagar.com

ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযে ইমামের পূর্বে আগে বেড়ে কাজ করা

তাড়াহুড়া করা মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস। "মানুষতো তাড়াহুড়া প্রিয়।" (বনী ইসরাঈল ঃ ১১)

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে আর তাড়াহুড়া হল শয়তানের পক্ষ হতে।" (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা ১০/১০৪; সিলসিলা ১৭৯৫)

অনেক মুসল্লীকেই দেখা যায় ইমামের আগেই রুকু সিজদায় যাচ্ছে, এমনকি সালাম ফিরাবার ক্ষেত্রেও। এটি যদিও অনেকের নিকট তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কিন্তু নবী করীম (সা.) থেকে এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

"أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ"- (رواه مسلم ١/٣٢٠-٣٢١)

"যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বেই মাথা উঠায় তার কি এ ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন।" (মুসলিম ১/৩২০-৩২১)

যখন মুসল্লীদেরকে ধীরস্থিরভাবে নামাযের জন্য আসতে বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে তাদেরকে নামাযে কেমন (ধীরস্থির) থাকতে হবে তা সহজেই অনুমেয়।

অনেকেই আবার ইমামের আগে শুরু হবার আশংকায় অনেক দেরীতে শুরু করে। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে পরিমাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইমাম সাহেব তাকবীর শেষ করলেই মুক্তাদী তার কাজ শুরু করবে। যখন ইমাম আল্লাহু আকবার বলে শেষ করবে তখনই মুক্তাদী তার কাজ শুরু করবে। এর আগেও করবে না বা পরেও করবে না। এভাবেই সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা ছিলেন খুবই যত্নবান। তারা নবীর আগে বেড়ে কোন কাজ করতেন না। তাদের একজন বারা' ইবনে আযেব (রা.) বলেন, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায

www.pathagar.com

পড়তেন। যখন রাসূল (সা.) রুকু হতে সিজদায় যেতেন তখন তিনি মাটিতে তার কপাল না লাগান পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ নীচু করত না। এরপর আমরা সবাই সিজদায় যেতাম। (মুসলিম ৪৭৪)

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করতেন তখন সব কিছুই ধীরস্থিরভাবে করতেন। তিনি তাঁর পিছনের মুসল্লীদেরকে সতর্ক করে দিতেন। তিনি বলতেন ঃ "হে লোক সকল! আমি কেবল নামায শুরু করছি, সুতরাং তোমরা রুকু ও সিজদায় আমাকে আগে বেড়ে কিছু করো না।" (বায়হাকী ২/৯৩, ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে এ হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করা হয়েছে ২/২৯০)

ইমামের উপর অবশ্য কর্তব্য হল নামায পড়ার সময় সুন্নাতের উপর আমল করা। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াবার সময় তাকবীর দিতেন। অতপর যখন রুকূতে যেতেন তখন তাকবীর দিতেন। রুকু হতে উঠার সময়, সিজদায় যাবার সময়, সিজদা থেকে উঠার সময়ও তাকবীর দিতেন। এভাবে পূরা নামাযেই করতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়ে বসার পর উঠার সময় তাকবীর দিতেন।" (বুখারী হাদীস নম্বর ৭৫৬)

যদি ইমাম সাহেবের তাকবীরকে তার নড়াচড়ার সাথে সম্পৃক্ত রাখেন এবং মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করেন তাহলেই নামাযে জামায়াতের বিষয়টি সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে।

পেয়াজ, রসুন বা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে আগমন করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«يَابَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»۔(الاعراف : ٣١)

"হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা করে নাও।" (সূরা আরাফ ঃ ৩১)

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রসুন বা পিয়াজ খাবে সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে"। অথবা

www.pathagar.com

তিনি বলেছেন "সে যেন মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং বাড়ীতে অবস্থান করে।" (বুখারী) মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি পেয়াজ, রসুন বা কুররাস (একপ্রকার দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য) খাবে সে যেন মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা ফিরিশতারা সেসব বস্তুতে কষ্ট পায় যাতে আদম সন্তান কষ্ট পায়।" (মুসলিম ১/৩৯৫)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একদিন জুমার খুতবা দেন। তিনি তার খুতবায় বলেন, হে লোক সকল! আপনারা দেখছি ঐ দুটি গাছ খাচ্ছেন। আমি সে দুটিকে অপবিত্র মনে করি, সেগুলো হলো পেয়াজ ও রসুন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি কারো নিকট হতে এর গন্ধ পেতেন তখন তাকে জান্নাতুল বাকীর দিকে বের করে দিতে নির্দেশ দিতেন। সুতরাং যে তা খেতে চায় সে যেন তা পাকিয়ে খায়।" (মুসলিম ১/৩৯৬)

এ অধ্যায়ে সেসব লোকও শামিল হবে যারা কাজকর্ম সেরেই সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করে আর তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও বগল থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। এর চেয়েও মারাত্মক হল ধুমপানকারীরা, যারা ধুমপান করে মসজিদে প্রবেশ করে, এরা আল্লাহর বান্দা ফিরিশতা এবং মুসল্লীদের কষ্ট দেয়।

জিনা-ব্যভিচার

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য হল বংশ ও ইজ্জত সংরক্ষণ করা। সে জন্যই জিনা-ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلاً» ـ (بنى اسرائيل : ٣٢)

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)

ইসলাম পর্দার বিধান, চক্ষু নিচু করে চলা, বেগানা মহিলার সাথে একান্ত সাক্ষাত বা নির্জনবাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে জিনার সব ধরনের মাধ্যম ও পথকে বন্ধ

www.pathagar.com

করেছে। বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করা হয়েছে পাথর ছুড়ে হত্যা করার মাধ্যমে। এর ফলে সে যেন তার অপকর্মের স্বাদ পেতে পারে, আর যেন তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ কষ্ট পায়, যেমন হারাম দ্বারা সে মজা উপভোগ করেছে। আর অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশ বেত্রাঘাত করা হবে। এ ছাড়াও সবচেয়ে লজ্জাকর হল যে, এ শাস্তি দেয়া হবে প্রকাশ্য কিছু লোকের উপস্থিতিতে এবং এক বছরের জন্য অপরাধের স্থান থেকে অন্যত্র থাকতে বাধ্য (দেশান্তর) করা হবে। কবরে জিনাকারী পুরুষ এবং মহিলার শাস্তি হবে তাদেরকে এমন এক প্রকান্ড চুলায় নিক্ষেপ করা হবে যার উপরিভাগ সরু এবং নিচের দিক প্রশস্ত। তাতে আগুন জ্বালান হবে। আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে চুলার মাথায় নিয়ে এসে আবার নিচের দিকে নিয়ে যাবে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি হল নিকৃষ্ট যে বৃদ্ধ বয়সে জিনা করতে থাকে, কবরে যাবার কাছাকাছি বয়সে এসেও এ পাপ থেকে বিরত হয় না, অথচ আল্লাহ তাকে একটু ঢিল দিয়ে রেখেছেন। হযরত আবু হুরায়রা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"۔ (رواه مسلم ١/١٠٢-١٠٣)

"তিন প্রকারের লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিও দিবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী ভিক্ষুক।" (মুসলিম ১/১০২-১০৩)

সবচেয়ে নিকৃষ্টতম উপার্জন হল জিনার উপার্জন। আল্লাহ অর্ধ রাত্রিতে রহমতের যে দরজা খুলেন জেনাকারিনী তা থেকে বঞ্চিত হবে। (সহীহ আল-জামে ২৯৭১)

দারিদ্র্য বা প্রয়োজনের জন্য একে ওযর বলে কস্মিন কালেও গ্রহণ করা হবে না। আগের লোকেরা বলেছেন ঃ স্বাধীন মহিলা ক্ষুধার্ত থাকলেও দুধ বেচে খায় না

www.pathagar.com

(অর্থাৎ বুকের দুধ অন্য বাচ্চাকে খাইয়ে টাকা নেয় না) তাহলে একজন নারী কিভাবে তার গুপ্তাঙ্গকে বিক্রি করতে পারে ?

বর্তমান যুগে অশ্লীলতার সব দরজা খোলা। শয়তান তার অনুসারীদের মাধ্যমে এ পথকে সহজ করে দিয়েছে। বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। অবাধ মেলামেশার প্রসার, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ফিল্মের ছড়াছড়ি এবং অপকর্মের দেশগুলোতে ব্যাপক সফর এবং ব্যভিচারের প্রচারনার জন্য অফিস ইত্যাদির প্রচলন, অবৈধ সন্তানের জন্ম, ব্যাপক হারে সন্তান হত্যা ইত্যাদির প্রসারে অবস্থা খুবই খারাপ ও বিপজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে তার দয়া ও রহমত দ্বারা অশ্লীলতা থেকে হেফাজত করেন। আমাদের অন্তরকে পবিত্র করেন, আমাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করেন এবং আমাদের মাঝে এবং হারামের মাঝে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড় করান।

গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা (পুংমৈথুন)

লুত সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল তারা পুরুষের সাথে সঙ্গম করত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ط فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلاَّ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ»ـ (العنكبوت : ٢٨-٢٩)

"আর লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? এর জবাবে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন।" (সূরা আনকাবুত ঃ ২৮-২৯)

www.pathagar.com

এই অপরাধের ভয়াবহতা ও কদর্যতা এবং বিপজ্জনকতার কারণে তাদেরকে আল্লাহ চার ধরনের শাস্তি দিয়েছিলেন যা আর কোন সম্প্রদায়কে দেননি। তা হলঃ তাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিয়েছিলেন, তাদের ভূ-পৃষ্ঠকে উল্টিয়ে নীচের দিকে করে দিয়েছিলেন, তাদের উপর গরম পাথর বর্ষণ করেছিলেন এবং তাদের উপর বজ্রপাত করিয়েছিলেন।

আমাদের শরিয়তে প্রসিদ্ধ মতানুসারে এর শাস্তি হল তরবারীর আঘাতে হত্যা করা। যে একাজ করবে এবং যার সাথে করা হবে উভয়কেই হত্যা করা হবে যদি সন্তুষ্ট চিত্তে একাজ করে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

"مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ"- (رواه أحمد ١/ ٣٠٠ وهو فى صحيح الجامع ٦٥٦٥)

"তোমরা যদি কাউকে লুত সম্প্রদায়ের কর্মে লিপ্ত পাও তাহলে এদের দুজনকেই হত্যা করবে।" (আহমাদ ১/৩০০; সহীহ আল-জামে ৬৫৬৫)

আজকে আমাদের যুগে মহামারি ও বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ হল ব্যভিচার। যেমন ঘাতক ব্যাধি এইডস হচ্ছে এ পাপের শাস্তি। এতেই শরিয়তে এ অপরাধের কঠিনতম শাস্তি বিধানের হিকমত স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শরয়ী ওযর ব্যতিরেকে স্বামীর বিছানায় যেতে স্ত্রীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যখন কোন পুরুষলোক তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে আর স্ত্রী যদি অস্বীকৃতি জানায়, আর এতে স্বামী যদি তার উপর রাগ করে রাত কাটায় তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতারা তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৬/৩১৪)

অনেক মহিলাই যদি তার ও স্বামীর মাঝে কোন মতপার্থক্য হয় তাহলে স্বামীকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে শয্যায় স্বামীর পাশে যায় না। এতে অনেক বড় অকল্যাণ ঘটার আশংকা রয়েছে। ফলে স্বামীর হারাম কাজ সংঘটিত করার আশংকা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়াও বিপরীত ফল হতে পারে, স্বামী আরেকটি বিয়ে করার চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

www.pathagar.com

সুতরাং স্ত্রীর কর্তব্য হল স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া যদি তাকে আহ্বান করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক বাণীতে বলেন ঃ "যদি করো স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় অহ্বান করে যদি সে উটের বাথানের কাছেও থাকে তাহলেও যেন সে তার ডাকে সাড়া দেয়।" (যাওয়ায়েদুল বাজ্জার ২/১৮১; সহীহ আল-জামে ৫৪৮)

বিনা কারণে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া

অনেক মহিলাই সামান্য একটু মত পার্থক্য ঘটলেই স্বামীর নিকট দ্রুত তালাক চেয়ে বসে। অথবা স্বামী যদি স্ত্রীকে তার চাওয়া-পাওয়া মত টাকা পয়সা না দেয় তাহলেও তালাক চায়। কখনও আবার তার আত্মীয়-স্বজন বা খারাপ প্রতিবেশীর প্ররোচনায় পড়ে তালাক চায়। আবার অনেক সময় স্বামীকে এমন সব বাক্য দ্বারা চ্যালেঞ্জ করে যা তাকে চটিয়ে দেয়। যেমন বলে, তুমি যদি পুরুষ হও তাহলে আমাকে তালাক দাও। আর একথা সবার জানা যে, তালাকের কারণে অনেক বড় অকল্যাণ ঘটে এবং পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ছেলে মেয়ে ছন্নছাড়া হয়ে যায়। ফলে এমন সময় আফসোস করে যখন তা কোন কাজেও আসে না। এজন্য শরিয়ত যে এটাকে হারাম করেছে তাতে পরিস্কারভাবে হিকমাত ফুটে উঠে। হযরত সাওবান (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"أَيُّمَا امْرأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "-(رواه أحمد ٥/٢٧٧ وهو فى صحيح الجامع ٢٧٠٣)

"কোন কারণ ব্যতিরেকে যে মহিলা তার স্বামীর নিকট তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধীও হারাম করে দেয়া হবে।" (আহমাদ, ৫/২৭৭; সহীহ আল জামে ২৭০৩)

অপর এক হাদীসে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ "নিশ্চয় খোলা তালাক কারিনী এবং বিচ্ছিন্নতা দাবীকারিনীরা মুনাফেক।" (তবারানী ফিল কাবীর ১৭/৩৩৯; সহীহ আল-জামে ১৯৩৪)

www.pathagar.com

তবে যদি শরয়ী কোন ওযর থাকে তাহলে অন্য কথা। যেমন স্বামী নামায পড়ে না, মদপান করে কিম্বা হারাম কাজে বাধ্য করে অথবা অহেতুক শাস্তি দেয়, অত্যাচার করে এবং এ অবস্থায় তাকে উপদেশ দিয়েও কোন কাজ হয়নি, তাহলে দ্বীন ও ঈমান বাচাঁবার স্বার্থে স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক চাইলে কোন অসুবিধে নেই।

জিহার করা

জাহেলী যুগের জিহারের অনেক প্রচলিত শব্দ এ উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত অথবা বলে, তুমি আমার উপর আমার বোনের মত হারাম। বা এ ধরনের অন্য কোন খারাপ শব্দ যা দ্বারা মহিলাদের উপর চরম জুলুম করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ এ অবস্থাকে চিত্রিত করে বলেন ঃ

« اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ »۔ (المجادلة : ٢)

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীকে মা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করছে। তারা তো অসমিচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" (সূরা মুজাদালাহ ঃ ২)

ইসলামী শরীয়েতে এর কাফ্ফারা খুবই কঠোরতর করা হয়েছে, ভুল করে হত্যা করার কাফ্ফারার মত এবং রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কাফ্ফারার মত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا ط فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ»ـ (المجادلة :٣-٤)

"যারা তাদের স্ত্রীকে মা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হলো এইঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্য যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপণ কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আজাব।" (সূরা মুজাদালাহ ঃ ৩-৪)

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ» ـ (البقرة : ٢٢٢)

"আর তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েজ সম্পর্কে, বলে দিন এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

এজন্যই পবিত্র হবার পূর্বে সহবাস করা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ এভাবে সতর্ক করেছেন ঃ

«وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ» ـ (البقرة : ٢٢٢)

www.pathagar.com

"ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে গমন কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম করেছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

কারো কারো মতে সে এক বা অর্ধদিনার যেটা ইচ্ছা দিতে পারে। কারো মতে যখন বেশী রক্ত প্রবাহিত হয় তখন সহবাস করলে একদিনার আর রক্ত কমে আসলে বা পাক হবার জন্য গোসল করার পূর্বে করলে অর্ধদিনার সাদকা দিতে হবে। একদিনারে বর্তমান ওজন হল ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ।

মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করা

কিছু বিকৃতরুচীর লোক, দুর্বল ঈমানের অধিকারী স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে। এটি কবীরা গুনাহ। যে একাজ করে তাকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।" (আহমাদ ২/৪৭৯; সহীহ আল-জামে ৫৮৬৫)

বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ"- (رواه الترمذى عن أبى هريرة ٢٤٣/١ وهو فى صحيح الجامع ٥٩١٨)

"যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করল কিম্বা জ্যোতিষীর নিকট আসল সে মুহাম্মদের উপর যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল।" (তিরমিযী- আবু হুরায়রা {রাঃ} ১/২৪৩; সহীহ আল-জামে ৫৯১৮)

অনেক মহিলাই যারা সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী এসব কাজে অস্বীকৃতি জানায় কিন্তু তাদের স্বামীরা তালাক দেয়ার হুমকি দিয়ে এসব কাজে বাধ্য করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অনেক মহিলা এ সম্পর্কে উলামাদের প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করে, তাদের স্বামীরা তাদেরকে মিথ্যামিথ্যি বলে যে এটা হালাল। এজন্য প্রমাণ হিসেবে তারা

www.pathagar.com

কুরআনের এ আয়াত পেশ করে ঃ

«نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ص فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ» ـ (البقرة : ٢٢٣)

"তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত স্বরূপ। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)

একথা সবার জানা যে, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এ সম্পর্কে। তাতে তিনি বলেছেন যে, সন্তান জন্ম দেয়ার স্থানে যেকোন দিক থেকে সঙ্গম করা যাবে। আর একথা সবারই জানা আছে যে, পায়খানার দ্বার সন্তান জন্ম দেয়ার স্থান নয়। এ অপরাধের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে জাহেলী রীতি প্রবেশ করে যা- অত্যন্ত খারাপ, গর্হিত ও হারাম। আর এ সব হারাম কাজ যে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত ফিল্মের প্রভাবে সংঘঠিত হচ্ছে তা খুবই পরিস্কার। এথেকে তাওবা করতে হবে। একাজ অবশ্যই হারাম, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যদি উভয়ে রাজী হয়েও একাজে লিপ্ত হয় তাহলেও তা হারাম। কেননা কোন হারাম কাজের উপর রাজি হলে তা হালাল হয়ে যায় না।

স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ না করা

মহান আল্লাহ তার পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে বলেছেন। (যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে)। তিনি বলেন ঃ

«وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا» ـ (النساء : ١٢٩)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান করতে সক্ষম হবে না যদিও তোমরা এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। সুতরা একজনের দিকে সম্পূর্ণ ঝুকে পড়ে অন্যদেরকে ঝুলিয়ে রেখ না। যদি তোমরা সংশোধিত হও এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা ও করুণা করবেন।" (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

www.pathagar.com

সুতরাং ইনসাফ করতেই হবে। আর তা হল রাত্রি যাপন ও ভরণ-পোষণ দেয়ার ক্ষেত্রে, ভালবাসা ও মনের টানের ক্ষেত্রে নয়। কেননা এটার ক্ষমতা বান্দার নেই। যাদের একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের কেউ কেউ আবার একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর অন্য জনকে গুরুত্ব দেয় না। একজনের কাছেই বেশীর ভাগ রাত কাটায় অথবা ভরণ-পোষণ দেয়, অন্যকে সেরকম দেয় না- এটি হারাম। কিয়ামতের দিন সে এমন এক অবস্থায় আসবে যা হযরত আবু হুরায়রার (রা.) বর্ণিত হাদীসে চিত্রিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ "যার দুইজন স্ত্রী রয়েছে, সে যদি একজনের প্রতি ঝুকে পড়ে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে এ অবস্থায় উঠবে যে তার একপার্শ্ব বাঁকা হয়ে থাকবে।" (আবু দাউদ ২/৬০১)

বেগানা মহিলার সাথে নির্জন সাক্ষাত

শয়তান মানুষকে ফেতনা ও হারামে ফেলার জন্য সদা তৎপর। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ

«يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ج وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»۔

(النور : ٢١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাকে শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে।" (সূরা নূর ঃ ২১)

শয়তান মানুষের শিরা উপশিরায় প্রবাহমান। শয়তান মানুষকে অশ্লীলতায় নিপতিত করার বাহন হিসেবে বেগানা মহিলার সাথে নির্জন সাক্ষাত করায়। আর এজন্যই ইসলামী শরিয়ত এপন্থাকে রহিত করেছে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ"۔ (رواه الترمذى ٣/٤٧٤ ، انظر مشكاة المصابيح ٣١١٨)

www.pathagar.com

"কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জন সাক্ষাত করলে শয়তান তাদের মাঝে তৃতীয়পক্ষ হিসেবে উপস্থিত হয়।" (তিরমিযী ৩/৪৭৪; দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ ৩১১৮)

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِىْ هٰذَا عَلٰى مُغِيْبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ"- (رواه مسلم ٤/١٧١١)

"আজ থেকে আর যেন কোন পুরুষ কোন একাকী মহিলার কাছে উপস্থিত না হয়। তার সাথে আরেকজন বা দু'জন পুরুষ লোক যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকে।" (মুসলিম ৪/১৭১১)

সুতরাং কারো জন্য জায়েয নয় যে, সে কোন বাড়িতে বা ঘরে কিম্বা গাড়িতে কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে সময় কাটাবে, অথবা কোন লোক তার ভাবীর সাথে বা রোগীনি যেন ডাক্তারের সাথে একাকী নির্জনে সময় না কাটায়। নিজের উপর আস্থার কারণে বা অন্যের উপর আস্থা থাকায় অনেক লোকই এ ব্যাপারে গাফিল যার ফলে অনেকেই অশ্লীলতায় পড়ে বা এ ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ন হয় এবং বংশ ও সন্তান সন্ততিতে বিপর্যয় ও সংমিশ্রণ ঘটে।

বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করা

কতিপয় প্রচলিত সামাজিক প্রথা ইসলামী শরিয়তের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে এবং বাতিল ও ভ্রান্ত প্রচলন আল্লাহর বিধানের উপর কার্যকর রয়েছে। তার মাঝে অন্যতম হল বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করা। আপনি যদি তাদেরকে দলিল প্রমাণ দিয়ে শরিয়তের বিধানের কথা বলেন, তাহলে তারা আপনাকে পশ্চাদপদ, ধর্মান্ধ ইত্যাদি বলে অভিযুক্ত করবে। আপনাকে সম্পর্কচ্ছেদকারী বলেও অভিহিত করবে। চাচাত বোন, ফুফাত বোন, খালাত বোন, প্রমুখের সাথে করমর্দন করা কোন কোন সমাজে পানি পান করার চাইতেও সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টির বিপজ্জনকতার দিকে দৃষ্টি দিত তাহলে এটা করতে পারতো না। নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

www.pathagar.com

"لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ"- (رواه الطبرانى ٢١٢/٢٠ وهو فى صحيح الجامع ٤٩٢١)

"কোন গায়ের মুহাররাম নারীকে স্পর্শ করার চাইতে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুচ ঢুকিয়ে দেয়াও উত্তম।" (তবারানী ২০/২১২; সহীহ আল-জামে ৪৯২১)

এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, এটি হাতের জিনা, যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِىْ" - (رواه الامام أحمد ٤١٢/١ وهو فى صحيح الجامع ٤١٢٦)

"দুই চোখ জিনা করে, এবং দুই হাত জিনা করে, দুই পা জিনা করে এবং লজ্জাস্থান জিনা করে।" (আহমাদ ১/৪১২; সহীহ আল-জামে ৪১২৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে পবিত্র অন্তরের অধিকারী আর কে হতে পারে? তবুও তিনি বলেন ঃ

"إِنِّىْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ"- (رواه الامام أحمد ٣٥٧/٦ وهو فى صحيح الجامع ٢٥٠٩)

"আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করিনা।" (আহমাদ ৬/৩৫৭; সহীহ আল-জামে ২৫০৯)

তিনি আরো বলেন ঃ

"إِنِّىْ لاَ أَمُسُّ أَيْدِى النِّسَاءِ"- (رواه الطبرانى فى الكبير ٣٤٢/٢٤ وهو فى صحيح الجامع ٤١٢٦)

"আমি কোন মহিলার হাত স্পর্শ করি না।" (তবারানী-কাবীর ২৪/৩৪২; সহীহ আল-জামে ৪১২৬)

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল (সা.) কখনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেননি। তিনি মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ করতেন কথার দ্বারা।" (মুসলিম ৩/১৪৮৯)

অতএব সাবধান! আল্লাহকে ভয় করুন। আপনারা আপনাদের স্ত্রীকে অন্যের সাথে মুসাফাহা করতে বাধ্য করার জন্য তালাক দেয়ার হুমকি দেবেন না। এখানে একটি জানার বিষয় হল, হাত মোজা বা অন্য কিছুর দ্বারা আড়াল করে মুসাফাহা করলেও হারাম হবে।

সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষের সামনে বের হওয়া

বর্তমানে এটির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে, যদিও নবী করীম (সা.) এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন তাঁর এ বাণীতে ঃ

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"۔(رواه أحمد ٤/٤١٨ وانظر صحيح الجامع ١٠٥)

"যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে অপর পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে এবং তারা তার সুগন্ধী অনুভব করে, তাহলে সে ব্যভিচারিনী।" (আহমাদ ৪/৪১৮; দেখুন সহীহ আল-জামে ১০৫)

অনেক মহিলাই এ ব্যাপারে উদাসীন। এজন্য ড্রাইভার, ফেরী ওয়ালা বা স্কুল কলেজের দারোয়ান ইত্যাদির সামনে সুগন্ধি মেখে হাজির হয়। যেসব মহিলা সুগন্ধি মেখে বাড়ি থেকে বের হতে চায় বা মসজিদে যেতে চায় ইসলামী শরিয়ত তাদের ব্যাপারে কঠোর বিধান দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তারা যেন পবিত্রতা অর্জনের গোসলের মত গোসল করে নেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحَهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةً حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالُهَا مِنَ

www.pathagar.com

الْجَنَابَةِ"۔ (رواه أحمد ٢/٤٤٤ وانظر صحيح الجامع ٢٧٠٣)

"যদি কোন মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যায় এবং এর গন্ধ যদি অন্য কেউ পায় তাহলে তার নামাযই কবুল হবেনা যতক্ষণ না সে পরিত্রতা অর্জনের গোসলের মত গোসল না করে।" (আহমাদ ২/৪৪৪; দেখুন সহীহ আল-জামে ২৭০৩)

আল্লাহর নিকটেই অভিযোগ পেশ করছি সে সব মহিলার ব্যাপারে যারা কোথাও বের হবার পূর্বে কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করে, বিশেষ করে কোন বিয়ের অনুষ্ঠান বা মেয়েদের বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে বের হবার পূর্বে। অনেকে আবার উগ্রগন্ধের প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে, বাজারে মার্কেটে যায়, এমনকি রমযানের রাতে মসজিদে হাজির হয়। শরিয়ত সেসব প্রসাধনী ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছে যার রং ফুটে উঠে এবং গন্ধ প্রকাশিত হয় না। আল্লাহর নিকট দোয়া করি তিনি যেন আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করেন এবং নির্বোধদের কর্মকাণ্ডের জন্য ভাল লোকদেরকে পাকড়াও না করেন এবং সবাইকে সঠিক পথের দিশা দান করেন।

মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ"۔

"কোন মহিলাই যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে।" এটি সমস্ত সফরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমনকি হজ্বের সফরেও মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয নয়। কারণ শয়তান ফাসেকদেরকে খারাপ কাজে সর্বদা প্রলুব্ধ করে থাকে, এক্ষেত্রে তারা মহিলাদের উপর চড়াও হবার চেষ্টা করে। আর মেয়েরা দুর্বল এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা পরাভূত হয়। নিদেন পক্ষে তাদের সম্মানে আঘাত লাগে। এমনিভাবে বিমানে চড়ার ক্ষেত্রেও এরকম ঘটে যে, বেগানা লোকের পাশে বসে

www.pathagar.com

যেতে হয়, প্লেনে কোন গোলযোগ দেখা দিলে অন্য বিমান বন্দরে নামতে হয়, এতে সময়ের হেরফের ঘটে, তখন কি অবস্থা হবে? এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। মাহরামের জন্য চারটি শর্ত রয়েছে ঃ মুসলমান, বালেগ, জ্ঞানবান এবং পুরুষ হতে হবে। সফর সঙ্গীর ব্যাপারে নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ "তার পিতা বা ছেলে অথবা স্বামী কিম্বা তার ভাই অথবা তার কোন মাহরাম ব্যক্তি হতে হয়।" (মুসলিম ২/৯৭৭)

ইচ্ছাকৃতভাবে বেগানা মহিলার দিকে দৃষ্টি দেয়া

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«قُل لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ»۔ (النور : ٣٠)

"বলুন মুমিনদেরকে, তারা যেন চক্ষু অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটিই তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ সব খবর রাখেন যা তারা করে।" (সূরা নূর ঃ ৩০)

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "চোখের জিনা হল দৃষ্টি দেয়া।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১১/২৬)

অর্থাৎ হারামের দিকে দৃষ্টি দেয়া। কিন্তু শরয়ী প্রয়োজনে দেখা জায়েয। যেমন, বিয়ের পয়গাম দাতার জন্য, ডাক্তারের জন্য ইত্যাদি। মহিলাদের জন্যও পর পুরুষের দিকে ফেতনার দৃষ্টিতে তাকান হারাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ»۔ (النور : ٣١)

"মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।" (সূরা নূর ঃ ৩১)

www.pathagar.com

তেমনিভাবে মহিলাদের জন্য সুন্দর যুবক ও কিশোরদের প্রতি কামনা বাসনার দৃষ্টি দেয়া হারাম। পুরুষ অপর পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে এবং মহিলা অপর মহিলার গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকান হারাম।

যে লজ্জাস্থানের দিকে তাকান হারাম তা স্পর্শ করাও হারাম যদিও মাঝে কোন আড়াল থাকে। শয়তান মানুষকে আজ পর্ণগ্রাফী ম্যাগাজিন ও ফিল্মের মাধ্যমে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করছে। অনেককেই আবার এ বলে ধোকা দিচ্ছে যে, এতো বাস্তব নয়। কিন্তু ফিল্ম ও নগ্ন পত্রিকা কিভাবে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করছে তা সকলের নিকটই স্পষ্ট।

দিয়াসাহ বা আত্মমর্যাদা হীনতা

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

"ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ أَهْلِهِ الْخُبْثَ"۔ (رواه الإمام أحمد ٢/٦٩ وهو فى صحيح الجامع ٣٠٤٧)

"তিন প্রকার লোকের উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন ঃ সর্দবা মদপানকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি যে তার পরিবারে অশ্লীলতা ও খারাপী সমর্থন করে।" (আহম্মাদ ২/৬৯; সহীহ আল-জামে ৩০-৪৭)

বর্তমান যুগে দিয়াসা বা দাইয়ুসীর কতিপয় দৃষ্টান্ত হল, মেয়ে বা স্ত্রী অন্যের সাথে যোগাযোগ করছে বা আলাপ করছে জেনেও চুপ করে থাকা। বাড়িতে স্ত্রীর সাথে পরপুরুষ একাকী নির্জনে আলাপ করতে দেখেও এড়িয়ে যাওয়া, স্ত্রীকে একাকী কারো সাথে ঘুরতে যেতে দেওয়া ইত্যাদি। তাদেরকে পর্দা ব্যতিরেকেই বাড়ি হতে বের হতে দেয়া বা ঘরে পর্ণগ্রাফী ম্যাগাজিন ঢুকতে দেয়া ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বংশ পরিচয়ে মিথ্যার আশ্রয় এবং পিতা কর্তৃক পুত্র পরিচয় অস্বীকার

কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বংশ পরিচয় দেয় কিম্বা এমন কোন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে অথচ সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেকেই এটা করে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে মিথ্যা কাগজ পত্র তৈরীর মাধ্যমে। অনেকেই আবার এটা করে তার পিতার উপর রাগ করে, যে তাকে ছোট বেলায় পরিত্যাগ করেছে। এধরনের যত কারণই থাকুকনা কেন এ কাজটি হারাম। এতে বিরাট বির্পযয় ও খারাপী সংঘঠিত হতে পারে। যেমন হুরমত সাবেত হওয়া, মিরাস এবং বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সহীহ হাদীসে হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ"-

"যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পৃক্ততা দাবী করবে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৮/৪৫)

ইসলামী শরীয়তে বংশ নিয়ে তামাশা করা বা এতে মিথ্যা ঢোকান হারাম। কিছু লোক স্ত্রীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে স্ত্রীকে অপবাদ দেয় এবং সন্তানকে অস্বীকার করে অথচ তার ঘরেই সন্তান জন্মেছে। কিছু কিছু মহিলা তাদের পবিত্র আমানতের খিয়ানত করে এবং অবৈধ গর্ভ ধারন করে বংশে এমন সন্তান প্রবেশ করায় যা সে বংশের নয়। এ ব্যাপারে চরম শাস্তির কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন লিয়ানের আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি নবী করীম (সা.) কে বলতে শুনেছেন "যে মহিলা কোন সম্প্রদায়ের মাঝে এমন সন্তান প্রবেশ করাল যা তাদের সন্তান নয় তাহলে আল্লাহর নিকট সে মহিলার কোন মূল্য নেই এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে লোক তার সন্তানকে অস্বীকার করবে অবস্থা এরকম যে সে তার দিকে দেখবে আল্লাহ তার থেকে পর্দা করবেন এবং আগের ও পরের সব লোকের সামনে তাকে অপদস্ত করবেন।" (আবু দাউদ ২/৬৯৫, দেখুন মিশকাতুল মাসাবিহ ৩৩১৬)

www.pathagar.com

সুদ খাওয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে একমাত্র সুদখোরের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه »ـ (البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (সূরা বাকারা ২৭৮-২৭৯)

এ আয়াতই যথেষ্ঠ এ পাপের বিভৎসতা ও ভয়াবহতা বোঝার জন্য।

ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সুদের কুফল ও বিধ্বংশী প্রভাব দারিদ্র সৃষ্টি, আর্থিক মন্দা, বন্ধ্যাত্ব ও সংকট সৃষ্টিতে এবং ঋণ পরিশোধে অপারগতা ও আর্থিক অচলাবস্থা তৈরীর ক্ষেত্রে, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি এবং অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব কতটুকু কার্যকর। একবার সুদের পাল্লায় পড়লে আর সুদ শেষ হতে চায় না মধ্য স্বত্তভোগী এক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, সুদের কারণে গুটি কয়েক লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সুদী কারবারে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা করেছেন। সুদের সাথে যারাই জড়িত- মালিক, মধ্যস্থতাকারী, সহযোগী- সকলেই মুহাম্মদের (সা.) জবানীতে অভিশপ্ত। হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"ـ (رواه مسلم ١٢١٩/٣)

www.pathagar.com

"রাসূল (সা.) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদ লেখক এবং সুদের সাক্ষদাতাদের উপর এবং তিনি বলেছেন এরা সকলেই সমান (পাপের অধিকারী)।" (মুসলিম ৩/১২১৯)

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে সুদ সংক্রান্ত হিসাবপত্র লেখার কাজে সম্পৃক্ত হওয়া জায়েয নয়। সুদ গ্রহণ ও প্রদান ইত্যাদি সব ধরনের কাজই জায়েয নয়- যাতে সুদের সহায়তা বা সহযোগিতা করা হয়।

নবী করীম (সা.) এই কবীরা গুনাহর বিভৎসতা বর্ণনা করেছেন যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায় ঃ "সুদের তিহাত্তরটি দরজা রয়েছে, এর সবচেয়ে সহজ দরজাটি হল কোন লোক তার মাকে বিয়ে করার মত। আর সবচেয়ে মারাত্মক সুদ হলো একজন মুসলমানের ইজ্জত সম্ভ্রম হানি করা।" আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে "সুদের একটি দিরহাম (টাকা) ভক্ষণ করা জিনার চেয়েও জঘণ্য।" (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৩৭, সহীহ আল-জামে ৩৫৩৩)

সুদ হারাম সর্বক্ষেত্রেই, তা গরীব ও ধনীর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি কেউ কেউ ধারনা করে। বরং তা ব্যাপক ও সর্বাবস্থায় এবং সমস্ত লোকের ক্ষেত্রেই। কত ধনী লোক এবং বড় ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়েছে সুদের কারণে বাস্তবতাই এর সাক্ষী। এর মধ্যে নিদেন পক্ষে যেটা রয়েছে তা হল সুদ সম্পদের বরকতকে নষ্ট করে দেয়, যদিও সম্পদ সংখ্যায় বা পরিমানে বেশী থাকে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "সুদ যদি বেশীও হয় তবুও এর শেষ পরিণতি হলো সল্পতা।" (হাকেম ২/৩৭; সহীহ আল-জামে ৩৫৪২)

সুদের পরিমাণ কম বা বেশী বা মধ্যম যাই হোক তা সর্বাবস্থায়ই হারাম। সুদী কারবারী কবর থেকে উঠার সময় এমন ভাবে উঠবে যেন তাকে শয়তানে ধরেছে।

এ অপরাধের তাওবার ব্যাপারে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ সুদখোরদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ

«وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»- (البقرة : ٢٧٩)

www.pathagar.com

"আর যদি তাওবা কর তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের উপর জুলুম করবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৯)

একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হলো এর বিভৎসতার কথা স্মরণ করে সে এ পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যারা সুদী ব্যাংকে টাকা রাখেন চুরি হবার ভয়ে বা অন্য কোন কারণে বাধ্য হয়ে মূলত তাদের অবস্থা হলো মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করার মত বা এর চেয়েও কঠিন। এরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন যেন আল্লাহ বিকল্প ব্যবস্থা করে দেন। ব্যাংক থেকে সুদ নেয়া যাবে না। সুদের টাকা সদকার নিয়ত ছাড়া বন্টন করে দিতে হবে। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পুতপবিত্র মালই গ্রহণ করেন। সুদের টাকা দিয়ে কোন ধরনের ফায়েদা নেয়া যাবে না। খাওয়া, পরা, পিতামাতা বা সন্তান-সন্ততির জন্য অনুদান কিংবা সুদের টাকার যাকাত থেকে কোনই ফায়েদা নেয়া যাবে না।

বেচাকেনার সময় পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করা

একদিন নবী করীম (সা.) একটা খাদ্যের স্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাতে তিনি হাত ঢুকিয়ে দিলেন, এতে তাঁর আঙ্গুল ভিজে গেল । তখন তিনি বললেন : হে খাদ্য বিক্রেতা একি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বললেন : তুমি কেন তা উপরিভাগে রাখলে না, তাহলে লোকজন দেখতে পারত? যে প্রতারণা করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসলিম ১/৯৯)

অনেক বিক্রেতা যারা আল্লাহকে ভয় করে না তারা পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন করার চেষ্টা করে এর উপর কিছু লাগিয়ে তা ঢেকে দেয় বা তা নীচের দিকে রাখে অথবা রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে এমন অবস্থা করে যে, তা দেখতে খুব ভাল দেখায় কিম্বা কোন যন্ত্রপাতির আওয়াজ পরিবর্তন করে দেয়। ক্রেতা কিনে নিয়ে যাবার কিছু পরেই তা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকেই পণ্যের ব্যবহারের শেষ তারিখ পরিবর্তন করে দেয়, যার ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ জিনিসপত্র কিনে ক্রেতারা প্রতারিত হয় । বিক্রেতা অনেক গাড়ী বা মেশিনপত্রের দোষ ত্রুটি গোপন রাখে, এ সবই হারাম। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا

www.pathagar.com

فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ"-

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, কোন মুসলমানের জন্য এটা হালাল হবেনা যে, সে তার কোন ভাইয়ের নিকট কিছু বিক্রি করল অথচ তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করল না ।" (ইবনে মাজা ২/৭৫৪; সহীহ আল-জামে ৬৭০৫)

অনেকেই মনে করে যে, নিলামে মাল বিক্রি করলে তার দায় দায়িত্ব থাকে না। প্রকাশ্য নিলামে তুলে বলে, এত টাকা ঝুড়ি বা এত টাকা বস্তা- এ ধরনের বেচা কেনায় বরকত থাকেনা । যেমন নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "ক্রেতা বিক্রেতা স্থান ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বিক্রিত মালের ব্যাপারে ইচ্ছাধীন থাকে (নেয়া না নেয়ার ব্যাপারে) যদি সত্যবাদিতা থাকে এবং সবকিছু বর্ণনা করে থাকে তাহলে তাদের বেচা বিক্রিতে বরকত দেয়া হয়। আর যদি একে অপরকে মিথ্যা বলে এবং গোপন করে তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয় থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৪/৩২৮)

প্রলুব্ধকারী বিক্রি (বাইউন্ নাজেশ)

পণ্যের পরিমাণ বেশী দেখিয়ে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা, যেন অন্যেরাও এতে আগ্রহী হয়। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "তোমরা পণ্য বেশী করে দেখিও না।" (সিলসিলা সাহীহা ১০৫৭)

এটা নিঃসন্দেহে এক প্রকার ধোকা। নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ "চক্রান্ত ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে।"

অনেক দালাল বেচা-বিক্রির সময় বিভিন্ন কৌশলে দাম বাড়িয়ে ক্রেতাকে ঠকায় কিংবা তারা কিনতে গেলে বিক্রেতাকে ঠকায় এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রতারিত করে, তাদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়।

জুমার দিন দ্বিতীয় আজানের পর কেনা-বেচা করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

www.pathagar.com

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ »- (الجمعة : ٩)

"হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত চলে এসো এবং বেচাকেনা পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।" (সূরা জুমুয়া ঃ ৯)

অনেক বিক্রেতা জুমার দিন দ্বিতীয় আযানের পর তার দোকানে বা মসজিদের সামনে বেচা বিক্রি অব্যাহত রাখে এবং ক্রেতার সাথে গুনাহে শরীক হয়, বিক্রয় সামগ্রী মেসওয়াক, টুপি ইত্যাদি হলেও সে গুনাহগার হবে। অনেক হোটেল মালিক কর্মচারীদেরকে জুমার নামাযের সময় কাজ করতে বাধ্য করে। এরা যদিও বাহ্যিক ভাবে লাভ বেশী করছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে এরা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আর কর্মচারীর উচিত রাসূলের (সা.) এ হাদীসের দাবী অনুযায়ী কাজ করা ঃ

"لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ"-

"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না।" (আহমদ ১/১২৯; আহমদ শাকের বলেন, এর এসনাদ সঠিক, নম্বর ১০৬৫ [মূল হাদীস বুখারী মুসলিমে রয়েছে- ইবনে বায])

জুয়া ও হাউজী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ »- (المائدة : ٩٠)

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ, নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কুটকৌশল বৈ তো কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (সূরা মায়েদা ঃ ৯০)

জাহেলী যুগের লোকেরা জুয়া খেলত, এদের প্রসিদ্ধ জুয়ার একটি ধরন হচ্ছে একটি উটে দশ ব্যক্তি সমানভাগে ভাগ বসাত। তারপর একপ্রকার কাঠি ঘুরাত এবং তাদের মধ্যে সাত জন এর অংশ পেত। আর তিনজন কিছুই পেতনা।

www.pathagar.com

আমাদের যুগে জুয়ার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে তন্মধ্যে ঃ টাকা দিয়ে নম্বর কিনা, অতপর এ নম্বরগুলোর ভিতর থেকে লটারী করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়। (যেমন ঃ রেড ক্রিসেন্ট লটারী, ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল) এটি হারাম। যদিও এর নাম জনকল্যাণ বা আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত বলে উল্লেখ করা হয়।

না দেখে অজ্ঞাত পণ্য ক্রয় করা অথবা কেনার সময় টিকিট নম্বর দেয়া যা পরবর্তীতে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার দেয়া হয়। আমাদের যুগে জুয়ার আর একটি ধরন হল ঃ জীবন বীমা, অগ্নিবীমা ইত্যাদি করা। এমনকি দেখা গেছে যে, গায়ক-গায়িকারা তাদের গানের ওপরও বীমা করছে।

আমাদের যুগে বিভিন্নভাবে জুয়ার প্রচলন রয়েছে। অনেক স্থানে জুয়া খেলার জন্য নির্দিষ্ট ক্লাব রয়েছে। সেখানে জুয়া খেলার জন্য বিশেষ ধরণের সবুজ টেবিল থাকে। এমনিভাবে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতা বা ক্রিকেট ম্যাচের সময় জুয়া বা বাজি ধরা হয়ে থাকে।

ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি প্রতিযোগিতা তিনভাগে বিভক্ত :

১. যাতে শরয়ী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এটি হালাল। যেমন ঃ উট প্রতিযোগিতা, ঘোড়া প্রতিযোগিতা, তীর নিক্ষেপ। এর মাঝে জ্ঞানগত প্রতিযোগিতাও শামিল। যেমন ঃ কুরআন হেফজ প্রতিযোগিতা।

২. যেটি এমনিতেই হালাল যেমন ঃ ফুটবল প্রতিযোগিতা, হারাম বিবর্জিত দৌড় প্রতিযোগিতা (যাতে নামায বিনষ্ট হয়না, লজ্জাস্থান খোলা রাখতে হয় না) এগুলো পুরস্কার ব্যতিরেকে জায়েয।

৩. যা নিজে নিজে হারাম অথবা যা হারামের দিকে নিয়ে পৌঁছায়। যেমন সুন্দরী প্রতিযোগিতা, বক্সিং প্রতিযোগিতা- যার উদ্দেশ্য হল মুখের উপর আঘাত করা, এটি হারাম। কিংবা দুই ভেড়ার মাঝে বা মোরগের মাঝে লড়াই বাঁধানো ইত্যাদি।

www.pathagar.com

চুরি

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَاجَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ»۔ (المائدة : ٣٨)

"যে পুরুষ ও নারী চুরি করে কৃতকর্মের সাজা হিসেবে তাদের হাত কেটে দাও। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩৮)

সবচেয়ে বড় চুরির অপরাধ হল হজ্ব ও উমরাকারীদের মালামাল চুরি করা যারা আল্লাহর ঘরের জিয়ারত করতে আসে। এধরনের চোরদের অপরাধের কোন সীমা নেই যারা পবিত্র ভূমিতে বা এর আশপাশে চুরি করে। নবী করীম (সা.) সূর্য্য গ্রহণের নামাযের ঘটনায় বলেন ঃ "আমার সামনে জাহান্নামের আগুন নিয়ে আসা হয়েছিল এজন্যই তোমরা দেখেছ আমি একটু পিছিয়ে গিয়েছিলাম আমাকে আগুনের শিখা গ্রাস করবে এ আশংকায়। আমি তাতে দেখলাম বাঁকা লাঠি ওয়ালাকে সে তার নাড়ি ভুড়ি নিয়ে আগুনের ভিতর হাটছে। সে তার বাঁকা লাঠি নিয়ে হাজীদের মালপত্র চুরি করত। কেউ দেখে ফেললে বলত লাঠিতে লেগে চলে এসেছে, আর না দেখলে নিয়ে ভাগতো।" (মুসলিম, হাদীস নং ৯০৪)

জনসাধারণের সম্পদ চুরি করাটা মারাত্মক অপরাধ। কেউ কেউ বলে আমি চুরি করছি যেমন অন্যরা আমাদের মালামাল চুরি করছে, এরা জানেনা যে এটা সমস্ত জনগণের মাল চুরি। কেননা সাধারণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমস্ত জনতার সম্পদ (মুসলমানদের সম্পদ, মুসলিম দেশে হলে), যারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের কর্মকান্ডের অনুসরণ করা কোন দলীল হতে পারে না। কিছু লোক অমুসলিমের সম্পদ চুরি করে এ বলে যে, তারা কাফের। এটি সঠিক নয়, কেননা একমাত্র যুদ্ধ ঘোষিত কাফেরদের মালামাল লুট করা জায়েয। এ ছাড়া অন্যকোন কাফেরের মাল-সম্পদ চুরি করা জায়েয নয়। চুরির আরেকটি ধরন হল পকেট মারা। কেউ

www.pathagar.com

কেউ কারো বাড়ীতে মেহমান হিসেবে গেলে মালামাল নিয়ে সটকে পড়ে। কেউ আবার মেহমানদের ব্যাগের জিনিসপত্র চুরি করে। অনেকে কোন দোকানে বা ষ্টোরে গিয়ে কোন সওদা নিয়ে কাপড়ের ভিতর বা অন্য কিছুতে লুকিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে। আবার অনেক মহিলা কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে চুরি করে আনে। কিছু লোক ছোট খাট চুরিকে কিছুই মনে করে না। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". (رواه البخارى انظر فتح البارى ١٢/٨١)

আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সেই চোরকে যে ডিম চুরি করে, যার ফলে তার হাত কাটা হয় এবং রশি চুরি করে যার ফলে তার হাত কাটা হয়।"(বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১২/১৮)

কোন ব্যক্তি কারো কিছু চুরি করে থাকলে তার উপর ওয়াজিব হল তাকে তাওবা করতে হবে, চুরির মাল তার মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা কারো মাধ্যমে। যদি অনেক চেষ্টা করেও মালিকের নিকট না পৌছাতে পারে, তাহলে তা দান করে দিবে এবং উক্ত মালিকের জন্য নেকীর নিয়ত করবে।

ঘুষ আদান-প্রদান

কারো অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে বা অন্যায় কিছু পাবার জন্য বিচারক বা হাকিমকে ঘুষ দেয়া, এটি এক মারাত্মক অপরাধ। কেননা এর দ্বারা বিচার জুলুমে রূপান্তরিত হয় এবং সমাজে ফাসাদ ও দুর্নীতি ছড়ায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلَاتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ»-

অর্থাৎ- "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

www.pathagar.com

"لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِى الْحُكْمِ"- (رواه الإمام أحمد ٢/٣٨٧ وهو فى صحيح الجامع ٥٠٦٩)

"আল্লাহ তা'য়ালা বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন।" (আহমাদ ২/৩৮৭; সহীহ আল-জামে ৫০৬৯)

কিন্তু যদি অধিকার পাবার জন্য বা অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য ঘুষ দিতে কেউ বাধ্য হয় তাহলে এই শাস্তির ঘোষণার আওতায় পড়বে না। বর্তমানে আমাদের সময়ে ঘুষের প্রচলন ব্যাপক আকার ধারন করেছে, এমনকি তা অনেক কর্মচারীর নিকট বেতন ভাতার চেয়েও বড় আয়ের খাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং অনেক কোম্পানির নিকট ঘুষ একটি খাত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং অনেক কর্মকাণ্ড এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর শুরু এবং শেষ সর্বত্রই ঘুষ আর ঘুষ। ঘুষের কারণে দরিদ্র লোকজনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ব্যাপক ভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটছে। কর্মচারীরা ঘুষ ছাড়া কাজ করতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ দেয়ার জন্য আবার দালাল ধরতে হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, নবী করীম (সা.) ঘুষের সঙ্গে জড়িতদের আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবার বদদু'আ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ"- (رواه ابن ماجة ٢٣١٣ وهو فى صحيح الجامع ٥١١٤)

"ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।" (ইবনে মাজা ২৩১৩; সহীহ আল-জামে ৫১১৪)

জমি জবরদখল করা

যখন কোন মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকেনা তখন সে শক্তির বলে বা ছল চাতুরী করে অন্যের সম্পদের দিকে হাত বাড়ায়। এমনি এক অপরাধ হল অন্যের জমি জবরদখল করা। এর শাস্তিও খুব কঠিন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

"مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ"- (رواه البخارى انظر فتح البارى ٥/١٠٣)

"যে ব্যক্তি অন্য কারো কিছু জমি অন্যায়ভাবে জবরদখল করে নিবে, তাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সাত তবক জমীন দাবিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৫/১০৩)

ইয়ালা ইবনে মুররা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللّٰهُ أَنْ يَّحْفُرَهُ (فى الطبرانى : يحضره) حَتّٰى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعَ أَرْضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ"- (رواه الطبرانى فى الكبير ٢٢/٢٧٠ وهو فى صحيح الجامع ٢٧١٩)

"যে ব্যক্তি অন্যের আধা বিঘত পরিমান জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে আল্লাহ তাকে সাত তবক জমিন খুড়তে বাধ্য করবেন।" (তবারানীর বর্ণনায় ঃ হাজির করতে) যতক্ষণ না সে সাত তবক জমিনের নিচে গিয়ে পৌছে। অতপর লোকজনের মাঝে বিচার ফয়সালা শেষ হওয়া অবধি তা তার গলায় ঝুলিয়ে রাখা হবে।" (তবারানী ফীল কাবীর ২২/২৭০; সহীহ আল-জামে ২৭১৯)

জমির আইল বা সীমানা পরিবর্তনও এর মাঝে শামিল, কেননা এর মাধ্যমে প্রতিবেশীর দিকে নিজের জমি বাড়িয়ে নেয়া হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) বলেন ঃ

"لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"- (رواه مسلم بشرح النووى ١٣/١٤١)

"আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন তাদের প্রতি যারা জমীনের চিহ্ন পরিবর্তন করে।" (মুসলিম, শরহে নববী ১৩/১৪১)

www.pathagar.com

সুপারিশ করে হাদিয়া গ্রহণ

সম্মান প্রতিপত্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য এক বিরাট নিয়ামত যদি সে এর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর কৃতজ্ঞতা হল মুসলমানদের উপকারার্থে তা ব্যবহার করা। এটি রাসূলের এ আম বাণীর মাঝে শামিল ঃ

"مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ"- (رواه مسلم بشرح النووى ١٣/١٤١)

"তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের কোন উপকার করার সামর্থ রাখলে সে যেন তার উপকার করে।" (মুসলিম, শরহে নববী ১৩/১৪১)

কেউ যদি তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুনাম ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট না করে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জুলম প্রতিরোধ করতে পারে বা কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে তাহলে সে এর জন্য অবশ্যই আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাবে, যদি তার নিয়ত সঠিক থাকে। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا"- (رواه أبو داود ٥١٣٢ والحديث فى الصحيحين فتح البارى ١٠/ ٤٥٠ كتاب الأدب ، تعاون المؤمنين بعضهم بعضا)

"সুপারিশ কর তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।" (আবু দাউদ ৫১৩২; হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হয়েছে; ফতহুল বারী ১০/৪৫০, কিতাবুল আদাব বাবু তাআবুনিল মুমিনা বা'যুহুম বা'যা।)

* **এই সুপারিশ বা মধ্যস্থতার বিনিময়ে কিছু নেয়া জায়েয হবে না।** এর প্রমাণ হল আবু উমামা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ

"مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا"- (رواه الإمام أحمد ٥/٢٦١ وهو فى صحيح الجامع ٦٢٩٢)

www.pathagar.com

"যদি কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে এবং এর জন্য তাকে হাদিয়া দেয়া হলে সে তা গ্রহণ করে তাহলে সে সুদের এক বড় পথে প্রবেশ করল।" (আহমাদ ৫/২৬১; সহীহ আল জামে ৬২৯২)

অনেকেই আবার তার প্রভাব খাটাবার প্রস্তাব দেয় নির্দিষ্ট পরিমান টাকার শর্তে বা কোন লোককে চাকুরী দেয়ার শর্তে কিংবা কোথাও বদলী করে দেবার বিনিময়ে অথবা রুগীর চিকিৎসা করে দেয়ার বিনিময়ে। বিশুদ্ধ মতে, এই বিনিময় গ্রহণ করা হারাম আবু উমামার (রা.) পূর্বোক্ত হাদীসের কারণে। বরং হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য মতে কোন কিছু গ্রহণ করাও এর শামিল যদিও এর জন্য কোন পূর্বশর্ত না থাকে। মানুষ তার ভাল কাজের ধরণ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাবে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান ইবনে সাহল এর নিকট এসে তার এক প্রয়োজনে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে। তিনি তার প্রয়োজন পুরা করে দিলে সে ব্যক্তি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন তাকে হাসান ইবনে সাহল. বলেন, তুমি কিসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ। আমরা তো মনে করি যে, প্রভাব-প্রতিপত্তিরও যাকাত রয়েছে, যেমন সম্পদের যাকাত রয়েছে। (ইবনুল মুফলেহ, আদাবুশ্ শারইয়্যা ২/৬৭১)

এখানে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করা প্রয়োজন তা হল, যে কোন ব্যক্তিকে পয়সার বিনিময়ে কোন কাজের অগ্রগতি বা কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া এবং প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানোর মাঝে পার্থক্য হলো কোন লোক নিয়োগ শরিয়তে জায়েয, কিন্তু প্রভাব খাটিয়ে তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ হল শরিয়ত নিষিদ্ধ।

কর্মচারীর কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়ে পারিশ্রমিক না দেয়া

নবী করীম (সা.) তাড়াতাড়ি কর্মচারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عِرْقُهُ"-(رواه ان ماجة ٨١٧/٢ وهو فى صحيح الجامع ١٤٩٣ ، {الصواب أن يذكر بصيغة التمريض لأن فيه ضعفا ، ز})

www.pathagar.com

"তোমরা শ্রমিকের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজা ২/৮১৭; সহীহ আল-জামে ১৪৯৩, [হাদীসটি দুর্বল বিধায় নির্দেশসূচক শব্দে না উল্লেখ করাই উত্তম- ইবনে বায])

মুসলিম সমাজে আজকে বিভিন্ন প্রকারের জুলুম বিদ্যমান। যেমন শ্রমিকের মজুরী না দেওয়া, কর্মচারীর বেতন পরিশোধ না করা এর অনেক প্রকার বা ধরন রয়েছে, তন্মধ্যেঃ

- তার অধিকারকে পুরাপুরি অস্বীকার করা, আর এক্ষেত্রে শ্রমিকের কোন প্রমাণও থাকে না, এতে তার দুনিয়াতে অধিকার নষ্ট হলেও আল্লার আখেরাতের আদালতে বিনষ্ট হবে না। যে মজলুমের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করেছে কিয়ামতের দিন সেইজালেমকে নিয়ে আসা হবে। সুতরাং মজলুমকে জালেমের নেকী হতে কিছু দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায় তাহলে মজলুমের গুনাহ নিয়ে জালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

- আবার কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের পুরাপুরি প্রাপ্য দিবে না বরং তার পাওনার চেয়ে কম দিবে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ» (المطففين : ١)

"যারা লোকজনকে (ওজনে) কম দেয় তাদের জন্যে ধ্বংস।" (সূরা মুতাফ্‌ফেফীন ঃ ১)

এর উদাহরণ হল, যেমন কিছু কিছু কোম্পানী বিদেশ থেকে তাদের দেশে শ্রমিক আমদানী করে, তাদের সাথে নিদিষ্ট বেতনে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর যখন শ্রমিকেরা কাজে যোগদান করে তখন আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করায় বা আগের চুক্তি পরিবর্তন করে ফেলে। তারপর তাদেরকে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করে। এসব শ্রমিক নিজেদের পক্ষে কোন প্রমাণপত্র পেশ করতে পারে না। তখন তারা আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করে। যদি যালেম মালিক মুসলমান হয় এবং কর্মচারী কাফের হয় তাহলে এটা আল্লাহর পথ রুদ্ধকারী পন্থা, এর জন্য সে অবশ্যই পাপের ভাগী হবে।

- কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া বা বেশী কাজ চাপিয়ে দেওয়া, আর এ অতিরিক্ত কাজের জন্য কোন ওভারটাইম না দেওয়া।

www.pathagar.com

– বেতনাদি দিতে টালবাহানা করা, সহজে না দেওয়া এমনকি বিচারকের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌছা। মালিক অনেক সময় টাকা দিতে পড়িমসি করে, যেন শ্রমিক ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে পাওনা নিতে না আসে অথবা এই টাকা দিয়ে এ সময় অন্য কোন কাজ করা। কোন কোন মালিক এদের টাকা অন্য খাতে খাটায় আর ঐ মিসকীন শ্রমিক যে দিনের খাওয়া পাচ্ছেনা, আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে এসেছে তাদের কাছে টাকা পাঠাতে না পেরে ধুকে ধুকে মরে। সুতরাং এসব অত্যাচারীর জন্য কিয়ামতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ

"قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"۔ (رواه البخارى، انظر فتح البارى ٤/٤٤٧)

মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন ঝগড়া করবো ঃ ১. যে ব্যক্তি আমার নাম করে কিছু নিয়ে তাতে গাদ্দারী করল। ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে বিক্রি করে তার অর্থ ভক্ষণ করল এবং ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে নিযুক্ত করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করল কিন্তু পয়সা দিলনা।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৪/৪৪৭)

সন্তানদের মাঝে কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা না করা

কিছু লোক তার কোন কোন সন্তানকে কিছু দান করে যায় বা দিয়ে দেয় যা অন্যদরকে দেয় না। এটি একটি হারাম কাজ যা শরীয়ত সমর্থন করেনা। যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন পড়ে যেমন- কারও অসুখে কিম্বা বেকার সন্তানকে বা লেখাপড়ার জন্য দেওয়া জায়েয। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى»۔ (المائدة : ٨)

"তোমরা ইনসাফ কর এটি তাকওয়ার নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভর করো।" (সূরা মায়েদা ঃ ৮)

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে বিশেষ প্রমাণ হল যা হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পিতা তাকে রাসূলের (সা.) নিকটে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন, "আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করছি।" তখন রাসূল (সা.) বললেন, "আপনি কি আপনার সব ছেলেমেয়েকে এভাবে গোলাম দিয়েছেন?" তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "অতএব আপনি এটা ফেরত নিন।" (বুখারী) অপর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তখন রাসূল (সা.) বললেন, "আল্লাহকে ভয় করুন এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করুন।" তিনি বলেন, 'তিনি ফেরৎ আসলেন এবং তার দানকে প্রত্যাহার করলেন।' অপর বর্ণনায় এসেছে, আপনি আমাকে সাক্ষ্য মানবেন না। কেননা, আমি জুলুমের উপর সাক্ষ্য দেই না।" (মুসলিম ৩/১২৪৩)

ছেলেদেরকে মেয়েদের ডবল দিতে হবে মিরাসের মত। এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত। (ইমাম আহমদের মাসয়ালা)

পারিবারিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণকারী মাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, অনেক পিতাই যারা আল্লাহকে ভয় করে না, ছেলে মেয়েদেরকে কোন কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করে। যার ফলে তাদের মাঝে একে অপরের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। কাউকে হয়ত এই মনে করে বেশী দেয় যে, সে দেখতে তার চাচার মত বা কেউ কেউ তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কাজ করে থাকে। হয়তবা এক স্ত্রীর সন্তানদেরকে বিশেষ স্কুলে ভর্তি করেছে অন্যগুলাকে নয়। এটি তার জন্যই ক্ষতিকারক হবে, উল্টা ফল বয়ে আনবে। কেননা বঞ্চিত সন্তান অনেক ক্ষেত্রেই তার পিতামাতার সাথে ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করে না। নবী করীম (সা.) সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন সন্তানকে বেশী দিতে চায় ঃ "তুমি কি খুশী হবে না যে, তারা সবাই তোমার প্রতি একই সমান সদ্ব্যবহার করুক।" (আহমাদ ৪/২৬৯; সহীহ আল-জামে ৬২৮০)

www.pathagar.com

প্রয়োজন ছাড়াই অন্যের নিকট টাকা পয়সা ভিক্ষা করা

সাহল ইবনে হানজালা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কিছু ভিক্ষা করল অথচ তার কাছে যা রয়েছে তাই যথেষ্ঠ, তাহলে সে জাহান্নামের অঙ্গারই বেশী করে জমা করল। তারা বললেন, যার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয় তার জন্য যথেষ্টের পরিমাণ কি? তিনি বললেন ঃ সকাল এবং সন্ধ্যার খাবার পরিমাণ।" (আবু দাউদ ২/২৮১; সহীহ আল-জামে ৬২৫৫। [সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যের কাছে চাইবে সে প্রকৃত পক্ষে জাহান্নামের অঙ্গার ভিক্ষা করল। সুতরাং সে বেশী চাক বা কম চাক।" ইবনে বাযা])

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার কাছে পর্যাপ্ত থাকার পরও ভিক্ষা করল সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় বা গন্ডদেশে মাংস থাকবে না।"

কিছু কিছু ভিক্ষুক এমন রয়েছে যারা মসজিদে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বান্দাদের তাসবীহ ভঙ্গ করে নিজেদের দুরাবস্থার কথা কাতর কণ্ঠে বর্ণনা করে, মিথ্যা কাগজ-পত্র হাজির করে বিভিন্ন মিথ্যা ঘটনার অবতারনা করে সাহায্য চায়। পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে যায় আর এভাবে ভিক্ষা করে। অথচ এদের অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন। মরার পর দেখা গেছে এদের অনেকেরই অনেক সম্পদ রয়েছে। যারা প্রকৃত পক্ষেই সাহায্য পাবার হকদার, তারা কিন্তু কারো কাছে লজ্জায় হাত পাততে পারে না। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলেই মনে করে, কেউ তাদের দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না।

www.pathagar.com

পরিশোধ না করার নিয়তে ধারকর্জ করা

আল্লাহর নিকট বান্দার অধিকার অনেক বড়। আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করলে কেউ তাওবা করে পার পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু বান্দার হক অবশ্যই আদায় করতে হবে, নচেৎ পরিত্রান নেই। যেদিন কোন টাকা পয়সা থাকবে না, সেদিন নেকী দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। মহান প্রভু বলেন ঃ

«اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا »۔ (النساء : ٥٨)

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে তোমরা যেন প্রাপ্য আমানত সমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

সমাজে কর্জ আদায়ের ব্যাপারে ব্যাপক শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় । অনেকেই আবার বিশেষ প্রয়োজন ছাড়াই ধারকর্জ করে। জীবন যাত্রার মান বাড়াবার জন্য ধারকর্জ করে। যেমন নতুন মডেলের গাড়ী কেনার জন্য, সোফা ইত্যাদি কেনার জন্য, যা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভোগের বস্তু। এদের অনেকেই কিস্তিতে আসবাবপত্র কিনে, যা সন্দেহ মুক্ত বা হারাম মুক্ত নয়। ধার পরিশোধে বিলম্ব করা, অনেক ক্ষেত্রেই তা পরিশোধে টালবাহানার দিকে নিয়ে যায় অথবা অন্যের সম্পদ বিনষ্টের দিকে নিয়ে যায়। রাসূল (সা.) এ কাজের কঠিন পরিণতির কথা সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ"۔ (رواه البخارى ، انظر فتح البارى ٥/٥٤)

"যে ব্যক্তি কোন লোকের কাছ থেকে ফেরত দেয়ার নিয়তে কোন সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নষ্ট করার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তা আল্লাহ বিনষ্ট করে দেন।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৫/৫৪)

লোকজন কর্জের ব্যাপারে অনেক শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা একে খুবই তুচ্ছ মনে করে অথচ তা আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট। আমরা জানি শহীদের জন্য কত মর্যাদা ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে! তাকেও ঋণ তাড়া করে বেড়াবে। এর প্রমাণ রাসূল (সা.) এর বাণী ঃ

"سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ؟ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ، ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ دَيْنُهُ"۔ (رواه النسائى انظر المجتبى ٣١٤/٧ وهو فى صحيح الجامع ٣٥٩٤)

"সুবহানাল্লাহ! ঋনের ব্যাপারে কত কঠিন কথা নাযিল করা হয়েছে ? সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় অতপর তাকে জীবিত করা হয় অতপর সে নিহত হয় অতপর পুনরায় জীবত করা হয় তারপর নিহত হয় এবং তার ঋণ থাকে তাহলেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ আদায় করা হবে।" (নাসাঈ; দেখুন আল-মুজতাবা ৭/৩১৪; সহীহ আল-জামে ৩৫৯৪)

এরপরও কি ঋণ পরিশোধে শৈথল্য করবেন ?

হারাম খাওয়া

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করেনা সে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনা কিভাবে টাকা পয়সা কামাই করছে এবং কিসে খরচ করছে। বরং তার উদ্দেশ্যে থাকে কিভাবে টাকা পয়সা বাড়াবে যদিও তা অবৈধ বা হারাম পন্থায় হয়- চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, ছিনতাই, এতিমের সম্পদগ্রাস জবর দখল অথবা হারাম কাজ ইত্যাদি করে। যেমন জোতিষী, গান, অশ্লীলতার কাজ অথবা চাঁদাবাজি ইত্যাদি পন্থায়। এরপর সে এ সম্পদ ভোগ করে, খায়, পরে, বাড়ী বানায় বা ফ্লাট ভাড়া

www.pathagar.com

নেয়, বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করে এবং পেটের ভিতর কেবল হারামই ঢুকায়। অথচ নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلى بِهِ"- (رواه الطبرانى فى الكبير ١٣٦/١٩ وهو فى صحيح الجامع ٤٤٩٥)

"যে মাংসপিন্ড হারাম থেকে হয়েছে তার জন্য জাহান্নামই অধিকতর উপযুক্ত স্থান।" (তবারানী, আল-কাবীর ১৯/১৩৬; সহীহ আল-জামে ৪৪৯৫)

কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে তার মাল সম্পর্কে সে কিভাবে তা উপার্জন করেছিল এবং কোন পথে ব্যয় করেছিল? সেখানেই সে হবে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং যার কাছেই হারাম মাল রয়েছে তা থেকে মুক্ত হবার জন্য তাকে দ্রুত চেষ্টা করতে হবে। যদি কোন মানুষের হক হয়ে থাকে তাহলে তাকে অতিশীঘ্র ফেরত দিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে সে দিন আসার পূর্বেই, যে দিন কোন টাকা পয়সা থাকবেনা থাকবে শুধু নেকী এবং গুনাহ।

মদপান করা যদিও এক ফোটা পরিমাণ হয়

মহান আল্লাহ বলেন-

«يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»- (المائدة : ٩٠)

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ, অতএব এগুলো থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ পেতে পার।" (সূরা মায়েদা ঃ ৯০)

কোন বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদানই হল তা হারাম হওয়ার জন্য বলিষ্ঠ প্রমাণ। মদের সাথে প্রতিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা কাফেরদের পূজনীয়। সুতরাং একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, মদ হারাম নয়, কেননা বলা হয়েছে

www.pathagar.com

তোমরা তা থেকে দূরে থাক, বলা হয়নি তা হারাম।

নবী করীমের (সা.) হাদীস শরীফে মদপান করার ব্যাপারে কঠোরতর শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ "নিশ্চয় মদ পানকারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার একটি ওয়াদা রয়েছে, তিনি তাদেরকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন ঃ জাহান্নামীদের পুজ-ঘাম অথবা তাদের রক্তপূজ নিসৃত পানি।" (মুসলিম ৩/১৫৮৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ "যে ব্যক্তি সর্বদা মদ পান করতে করতে মারা গেল, সে আল্লাহর সাথে যখন মিলিত হবে তখন সে মূর্তিপূজক হিসেবে উপস্থিত হবে।" (তবারানী ১২/৪৫; সহীহ আল-জামে ৬৫২৫)

বর্তমান যুগে মদের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং এর অনেক নামও রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বিয়ার, ভোদকা, এ্যালকোহল, শ্যামপেন ইত্যাদি। আমাদের উম্মতের মাঝে সেসব লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যাদের ব্যাপারে নবী করীম (সা.) সংবাদ দিয়েছেন ঃ "আমার উম্মতের কিছু লোক মদপান করবে। তারা একে অন্য নামে অবহিত করবে।" (আহমাদ ৫/৩৪২; সহীহ আল-জামে ৫৪৫৩)

তারা একে আত্মিক পানীয় বা রূহানী শরবত ইত্যাদি বলে অভিহিত করবে লোকদেরকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে।

« يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ »- (البقرة : ٩)

"তারা ধোকা দিতে চায় আল্লাহ এবং ঈমানদারদেরকে। তারাতো নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে কিন্তু তারা তা অনুভব করছে না।" (সূরা বাকারা ঃ ৯)

ইসলামী শরিয়তে এ ব্যাপারে পরিস্কার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যেন বিষয়টি নিয়ে কেউ খেলা তামাশা না করতে পারে। নবী করীম (সা.) তাঁর মহান বাণীতে বলেনঃ "যা মাদকতা আনে তাই মদ- এবং প্রত্যেক মদই হারাম।" (মুসলিম ৩/১৫৮৭)

যা জ্ঞানকে বিলোপ করে এবং মাদকতা নিয়ে আসে তাই হারাম, তা কমই হোক বা বেশীই হোক। হাদীসে এসেছে "যে বস্তুর বেশী মাত্রা মাদকতা আনে, তার

www.pathagar.com

সামান্যতমও হারাম।" (আবু দাউদ ৩৬৮১)

সুতরাং নামের যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, জিনিস একটিই (মদ) এবং তার বিধানও সবার জানা (হারাম)।

পরিশেষে আমি নবী করীমের (সা.) এক মহান উপদেশ বাণী উল্লেখ করছি যা তিনি মদপানকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মদপান করবে এবং মদ্যপ হবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি সে মারা যায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদি তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। যদি সে আবার মদপান করে এবং মদ্যপ হয়, তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না। সে মারা গেলে জাহান্নামী হবে। সে যদি পুনরায় তওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা তার তাওবা কবুল করবেন। সে যদি পুনরায় মদপান করে তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবেনা। সে যদি মারা যায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। সে যদি পুনরায় মদপান করে তাহলে আল্লাহর উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে, তাকে কিয়ামতের দিন রাদগাতুল খাবাল পান করানো। তারা বললেন ঃ রাদগাতুল খাবাল কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের রক্ত পুজ নিঃসৃত পানি।" (ইবনে মাজা নং ৩৩৭৭)

এ যদি হয় মদপানকারীদের অবস্থা, তাহলে যারা মদের চেয়েও অধিক নেশাকারী মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করছে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

সোনা ও চান্দির আসবাবপত্র ব্যবহার এবং তাতে খানাপিনা করা

বর্তমানে এমন অবস্থা হয়েছে ,যেকোন মার্কেটে, বিপনী বিতানে সোনা ও রূপার বাসনপত্র পাওয়া যাচ্ছে। তেমনিভাবে বড় বড় ধনী লোকদের বাসায় এবং অনেক বড় বড় হোটেলেও সোনা-রূপার বাসনপত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকে আবার সোনা রূপার বাসনপত্র উপঢৌকন হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার দিচ্ছে। অনেকে আবার নিজেদের বাসায় এসব না রাখলেও অন্যের বাসায় বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সোনা-রূপার আসবাবপত্র ব্যবহার করেন। এসবই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। নবী করীম (সা.) এর পক্ষ থেকে এসব আসবাবপত্র ব্যবহারকারীদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, "নিশ্চয় যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার বাসনপত্রে খানাপিনা করল, সে তার পেটে

www.pathagar.com

জাহান্নামের আগুন ঢোকালো।" (মুসলিম, ৩/১৬৩৪)

এ হুকুম থালাবাসনসহ খাবারের অন্যান্য আসবাবপত্র শামিল করে, যেমন চামচ, কাটাচামচ, ছুরি, বোল ইত্যাদি। কতিপয় লোক বলে আমরাতো এগুলো ব্যবহার করি না, কিন্তু এগুলোকে আমরা সৌন্দর্যের জন্য শোকেজে সাজিয়ে রাখি, এটিও জায়েয নয়। কেননা ব্যবহারের সমস্ত পথই রুদ্ধ করা উচিত।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ - حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ»- (الحج : ٣٠-٣١)

"সুতরাং তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক, আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে।" (সূরা হজ্ব ঃ ৩০-৩১)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি বাকরা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্র পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্র কথা বলব না। (তিনবার) ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।" তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন। অতঃপর বললেন ঃ "সাবধান এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এটা বারবার বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা মনে মনে বলছিলাম যে, যদি তিনি চুপ করতেন।" (বুখারী; দেখুন ফতহুল বারী ৫/২৬১)

বার বার সর্তক করা হয়েছে মিথ্যা শপথ সম্পর্কে, কেননা লোকজন এ ব্যাপারে যথেষ্ট শৈথিল্য প্রদর্শণ করে, অনেকে আবার হিংসা বিদ্বেষের কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, এছাড়া এতে অনেক ক্ষতি ও অকল্যাণ রয়েছে। সমাজে মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে কত যে হক নষ্ট হচ্ছে এবং কত নিরাপরাধ লোক জুলুমের শিকার হচ্ছে অথবা এর দ্বারা অন্যের অধিকার হাতিয়ে নিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেকেই

www.pathagar.com

কোর্টে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, হক না হকের ধার ধারছে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো ততোটুকু সাক্ষ্য দেয়া উচিত যতটুকু সে জানে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

«وَمَا شَهِدْنَا الاَّ بِمَا عَلِمْنَا »- (يوسف : ٨١)

"আমরা সেটাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যা আমাদের জানা রয়েছে।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৮১)

বাদ্য যন্ত্র ও সঙ্গীত শ্রবণ করা

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) শপথ করে বলেন যে, আল্লাহ্‌র এই বাণীর অর্থ হলঃ

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ »- (لقمان : ٦)

"একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে।" (সূরা লোকমান ঃ ৬)

অর্থাৎ গানবাজনা। হযরত আবু আমের এবং আবু মালেক আশয়ারী (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে কতিপয় লোক এমন হবে যারা রেশম, রেশমী বস্ত্র, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নিবে।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৫১)

হযরত আনাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিতঃ "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে ভূমিধস, পাথর বৃষ্টি বর্ষণ এবং চেহারার বিকৃতি ঘটবে যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকীর নাচ দেখবে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করবে।" (দেখুন সিলসিলা সহীহা ২২০৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবলা বাজাতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বাদ্যযন্ত্রকে নির্বোধ পাপিষ্ঠের কণ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। পূর্ববর্তী উলামাগণ যেমন ইমাম আহমদ (রহ.) বাদ্যযন্ত্র যেমন- একতারা, গীটার, দোতরা, বেহালা, তানপুরা ইত্যাদিকে হারাম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে বর্তমান যুগের বাদ্যযন্ত্রও রাসূলের হাদীসে নিষেধকৃত বাদ্যযন্ত্রের মাঝে গণ্য হবে।

যদি বাদ্যযন্ত্রের সাথে গান এবং কণ্ঠ মেলানো হয় তাহলে নিষিদ্ধতা আরও প্রকট হবে এবং গুনাহ বেশি হবে। যেমন গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ। বিপদ আরও বাড়বে

www.pathagar.com

যদি গানের কথায় প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি বিষয় থাকে। এজন্য উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, গান হল জেনার বার্তাবাহক। গান মানুষের অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে। আমাদের বর্তমান যুগে গানের বিষয়বস্তু এবং বাদ্যযন্ত্র বিরাট ফেৎনা স্বরূপ দেখা দিয়েছে।

আমাদের যুগে বিপদের মাত্রা আরও বেড়েছে যেহেতু বাদ্যযন্ত্র অনেক জিনিসে প্রবেশ করেছে। যেমন ঘড়ি, বাচ্চাদের খেলনা, কম্পিউটার ইত্যাদি। এসব থেকে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই দৃঢ় সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে উত্তম সহায়তা দান করুন।

গীবত বা পরনিন্দা

অনেকের বৈঠকের মুখরোচক কথাবার্তাই হল পরনিন্দা এবং অন্যের মান সম্মানে কটাক্ষ করা। অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, তার বান্দাদেরকে এথেকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং এর একটি খারাপ উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

«وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ»۔ (الحجرات : ١٢)

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কি কেউ এটা পছন্দ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে, অবশ্যই তোমরা তা ঘৃণা করবে।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

নবী করীম (সা.) গীবতের অর্থ বর্ণনা করে বলেন ঃ "তোমরা কি জান গীবত কি? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাইকে সেভাবে উল্লেখ করা যা সে পছন্দ করে না। বলা হল- আপনি কী মনে করেন, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? তিনি বললেন- যদি তার ভিতরে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।" (মুসলিম, ৪/২০০১)

সুতরাং গীবত হল কোন মুসলমানের এমন কিছু উল্লেখ করা, যা সে পছন্দ করে না। এটা তার দ্বীনের ব্যাপারে হোক কিংবা শরীরের ব্যাপারে অথবা দুনিয়ার

www.pathagar.com

ব্যাপারে বা স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারে। এর বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। যেমন- তার দোষ ত্রুটি উল্লেখ করা অথবা কোন চাল-চলন কিংবা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কটাক্ষ করা।

গীবত সম্পর্কে অনেকেই তেমন ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ আল্লাহ্‌র নিকট এটি খুবই কদর্য ও ঘৃণিত জিনিস। নবী করীমের (সা.) বাণীতে দেখা যায়, তিনি বলেছেন ঃ সুদের বাহাত্তরটি দরজা রয়েছে। এর সর্বনিম্নটি হল কোন লোক তার মায়ের সাথে জেনা করার মত। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ হল কোন লোক তার ভাইয়ের ইজ্জতের ব্যাপারে কথা বলে।

যে ব্যক্তি এসব বৈঠকে উপস্থিত থাকবে সে যেন গীবতকৃত ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে প্রতিরোধ করে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদেরকে বাধা দেয়। নবী করীম (সা.) এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছেন ঃ

"مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"۔ (رواه أحمد ٦/٤٥٠ وهو فى صحيح الجامع ٦٢٣٨)

"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের ইজ্জত হানির প্রতিরোধ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার চেহারা হতে জাহান্নামের আগুনকে ফিরিয়ে দিবেন।" (আহমাদ ৬/৪৫০; সহীহ আল-জামে ৬২৩৮)

চোগলখুরী করা

চোগলখুরী বলতে অন্যের দোষ লাগানো বা গেয়ে বেড়ান বোঝায়। একজনের কথা অন্যের নিকট লাগানোর ফলে কত যে সম্পর্ক বিনষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যারা এ ধরনের কাজ করে মহান আল্লাহ তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন ঃ

«وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ـ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ»۔ (القلم : ١٠-١١)

"আপনি অধিক শপথকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফেরে।" (সূরা আল-কলম ঃ ১০-১১)

www.pathagar.com

হযরত হুজায়ফা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ "যে চুপ করে অন্যের কথা শুনে তা অপরের কাছে লাগায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৪৭২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) মদীনার এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুটি কবরে শায়িত মানুষের আযাবের শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। এরা বড়কিছু গুনাহের কারণে আযাব পাচ্ছেনা।" অতঃপর বললেন, "হাঁ (অপর বর্ণনায় ঃ অবশ্যই তা বড় গুনাহ)। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে বাঁচাতো না এবং অন্যজন একের দোষ অন্যের নিকট বলে বেড়াত।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১/৩১৭)

এ খারাপ কাজের অনেক ধরণ রয়েছে। তন্মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ ছাড়ানো, এক কর্মচারীর কথা অন্য কর্মচারীর কাছে বা দায়িত্বশীলের কাছে জানানো- যেন তার ক্ষতি হয়, এ সবই হারাম।

বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا »۔ (النور : ٢٧)

"হে মুমিনগণ, অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না দিয়ে তোমরা নিজদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না।" (সূরা নূর ঃ ২৭)

নবী করীম (সা.) অনুমতি চাওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন, "কেউ যেন ঘরের লোকদের লজ্জাস্থান না দেখে ফেলে...। কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যই অনুমতির বিধান করা হয়েছে।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১/২৪)

আজকে পাশাপাশি বিল্ডিং, সামনাসামনি দরজ-জানালা ইত্যাদির কারণে প্রতিবেশীর লজ্জাস্থানের দিকে মানুষ কুদৃষ্টি দিতে পারে। অনেকেই চক্ষু অবদমিত করে না। কেউ আবার ইচ্ছা করেই ঘরের ছাদ থেকে প্রতিবেশীর ঘরে উকি দেয়, এটি নিঃসন্দেহে খিয়ানত এবং প্রতিবেশীর সম্মান নষ্ট করা এবং হারামের মাধ্যম।

www.pathagar.com

এর দ্বারা অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে। বিষয়টির বিপজ্জনকতার এ প্রমাণই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি গোপনে অন্যের ঘরে উকি দিতে চায় এবং ঘরের মালিক যদি তার চক্ষু নষ্ট করে দেয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না। নবী করীম (সা.) বলেন, "কেউ যদি অন্যের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে উকি দেয়, তাহলে তাদের জন্য তার চক্ষু নষ্ট করে দেওয়া বৈধ হবে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "যদি তারা তার চক্ষু নষ্ট করে দেয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং কিসাসও লাগবে না।" (আহমাদ ২/৩৮৫; সহীহ আল-জামে ৬০২২)

দু'জনে কানাকানি করা

কোন বৈঠকে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এটি শয়তানের একটি পদক্ষেপ, যেন তাদের একের সাথে অপরের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সা.) এর কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ "যদি তোমরা কোথাও তিনজন থাক তাহলে অন্য লোকদের সাথে মিশার পূর্বে দু'জনে কানাকানি করো না, কেননা এতে তৃতীয় ব্যক্তি দুঃখ পাবে।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১১/৮৩) (মুসলিম ১/১০২)

তেমনি ভাবে চারজন থাকলে যেন তিনজন মিলে শলাপরামর্শ না করে চতুর্থজনকে বাদ দিয়ে। অথবা দু'জন যেন এমন ভাষায় কথা না বলে যেন অন্য জনে না বুঝে। এটা নিঃসন্দেহ যে, শলাপরামর্শ বা কানাকানি করায় তৃতীয় ব্যক্তিকে হেয় করার সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যাতে সে মনে করতে পারে যে, তারা তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছে।

কাপড় ঝুলিয়ে পরা

পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা আল্লাহর নিকটই বড়ই গুনাহের কাজ, অথচ লোকজন এটাকে তুচ্ছজ্ঞান করছে। কারো কারো কাপড়তো আবার মাটি স্পর্শ করে।

হযরত আবু যর (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

"ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، وَلاَ

www.pathagar.com

يُزَكِّيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، اَلْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ"۔(رواه مسلم ١/١٠٢)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। ১. পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝোলান ব্যক্তি, ২. যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং ৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।" (মুসলিম ১/১০২)

যে ব্যক্তি বলে যে, আমার কাপড় গোড়ালির নিচে গেলেও তা অহংকার বশত নয় সে প্রকৃত পক্ষে নিজের আত্মার প্রশংসা করছে যা কোন মতেই গ্রহণীয় নয়। শাস্তির ঘোষণা হলো আম বা ব্যাপ্ত, কেউ অহংকারবশতঃ করুক বা নাই করুক যেমন নবী করীমের (সা.) এ বাণী দ্বারা বুঝায় ঃ "পায়ের গোড়ালীর নীচে যে কাপড়ই যাবে তাই জাহান্নামে যাবে।" (আহমাদ ৬/২৫৪; সহীহ আল-জামে ৫৫৭১)

যদি কেউ অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলায় তাহলে শাস্তি হবে আরো কঠোর, যেমনটি নবী করীমের (সা.) অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টি দেবেন না।" (বুখারী হাদীস নং ৩৪৬৫)

কেননা সে দুটি হারাম কাজ করেছে। কাপড় ঝুলান সবধরনের কাপড়েই হারাম, যেমনটি ইবনে উমর হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায় ঃ "কাপড় ঝুলান তার লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতেও হতে পারে। যে এসবের কোন কিছুকে অহংকারবশতঃ ঝুলাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি দেবেন না।" (আবু দাউদ ৪/৩৫৩; সহীহ আল-জামে ২৭৭০)

মহিলাদের জন্য কাপড় লটকিয়ে চলার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেন অন্য কোন কারণে উন্মুক্ত না হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা যেন সীমারেখা না ছাড়িয়ে যায়। যেন এক মিটার কাপড় বড় না করা হয় যেমনটি অনেক বিয়ের কাপড়ে করা হয়, যা অন্যলোককে ধরে নিয়ে যেতে হয়।

www.pathagar.com

ছেলেদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ

"أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيْرَ وَالذَّهَبَ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا"۔

(رواه أحمد ٤/٣٩٣ ، انظر صحيح الجامع ٢٠٧)

"আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হালাল করা হয়েছে এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" (আহমাদ ৪/৩৯৩; সহীহ আল-জামে ২০৭)

আজকাল বাজারে ছেলেদের জন্য স্বর্ণের তৈরী ঘড়ি, কলম, চেইন, চশমা ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। অনেক প্রতিযোগিতায় আবার ঘোষণা দেয়া হয় স্বর্ণের ঘড়ি পুরস্কার দেয়ার কথা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) এক ব্যক্তির আঙ্গুলে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে ছুড়ে ফেলেন। অতপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ ইচ্ছা করে আগুনের টুকরা হাতে রাখতে চায়, তাহলে রাখুক? রাসূল (সা.) চলে যাবার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হলো আপনি আংটিটি তুলে নিন এবং এর দ্বারা অন্যকিছু করুন। তখন সে লোক বলল, আল্লাহর শপথ! না আমি তা নেব না, যেটাকে রাসূল ছুড়ে ফেলেছেন তা আমি নেব না।" (মুসলিম ৩/১৬৫৫)

মেয়েদের খাটো, পাতলা এবং চিপা কাপড় পরিধান করা

বর্তমান যুগে আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে পোষাক আশাকের ফ্যাশনের মাধ্যমে, যা মুসলমানদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এগুলোতে সতর ঢাকা যায় না। কারন এগুলো আট-সাট, পাতলা এবং চিপা। এর অনেকগুলো আবার আত্মীয়-স্বজনের সামনে পরা যায় না। নবী করীম (সা.) এধরনের পোশাক শেষ যমানায় সামনে পরবে বলে অভিহিত করেছেন। হযরত

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ "দুই ধরনের লোক জাহান্নামী হবে। তাদেরকে এখন আমি দেখছি না। এক সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে, এর দ্বারা তারা লোকজনকে মারপিট করবে। আর কতিপয় নারী যারা পোশাক পরিহিতা অথচ উলঙ্গ। এরা অন্যের প্রতি লোলুপ এবং অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে। তাদের মাথা উটের কুঁজের মত। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক দূরের পথ পর্যন্তও পাওয়া যায়।" (মুসলিম ৩/১৬৮০)

এ পোশাকের মাঝে সেসব পোশাকও শামিল যার নিচ দিক অনেকখানি ফাঁকা, যাতে পা অনেকখানি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এসব হচ্ছে কাফেরদের অনুসরণ এবং তাদের পোশাক আশাকের ফ্যাশনের অনুকরণ। আল্লাহর নিকট এসব থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই। পোশাক আশাকের আরেকটি বিপজ্জনক দিক হল, এতে অনেক খারাপ ছবি থাকে। যেমন নায়ক-নায়িকাদের ছবি, গায়ক-গায়িকাদের ছবি, ব্যান্ড দলের ছবি বা কোন জীবজন্তুর ছবি, যা শরীয়তে হারাম। অথবা এসব পোশাকে থাকে বিভিন্ন ক্লাবের বা সংস্থার মনোগ্রাম কিংবা এমন কিছু কথা থাকে যা ভদ্রতার পরিপন্থী। এসব আবার অনেক সময় বিভিন্ন ভাষায় লেখা থাকে।

পরচুলা লাগানো

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীমের (সা.) কাছে একজন মহিলা এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সামনে আমার মেয়ের বিয়ে। অসুস্থতার কারণে তার মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি? তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'য়ালা অভিসম্পাত করেছেন সেই নারীর উপর যে অন্যের মাথার চুল লাগিয়ে দেয় এবং সেই নারীর উপর যার মাথায় পরচুলা লাগানো হয়।" (মুসলিম ৩/১৬৭৬)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী করীম (সা.) সতর্ক করেছেন, মহিলার মাথায় যেন সামান্য চুলও না লাগান হয়।" বর্তমানে আমাদের যুগে বিভিন্নভাবে পরচুলা লাগানো হয়, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। অনেকে আবার বিভিন্ন অভিনয়ে পরচুলা ব্যবহার করছে, যা অবশ্যই শরীয়তে নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

পোশাক আশাকে, কথা-বার্তা এবং চাল-চলনে পুরুষ ও মেয়েদের একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণ করা

প্রকৃতির এটাই বিধান যে, পুরুষ তার পুরুষত্বের এবং নারী তার নারীত্বের হিফাজত করবে, যার উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এই বিধান না মানলে জীবন-সংসার সঠিক থাকবে না। পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের সাদৃশ্য গ্রহণ বা মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষের সাদশ্য গ্রহণ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করা, বিপর্যয়ের দরজা উন্মুক্ত করা এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা- শরিয়তে এটি নিষিদ্ধ। শরিয়তে যদি কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করাকে অভিশম্পাত করা হয় তাহলেই বুঝা যায় যে, কাজটি হারাম এবং কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত জাবের (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ "নবী করীম (সা.) পুরুষলোক কর্তৃক মেয়েদের সাদশ্য গ্রহণ এবং মেয়েলোক কর্তৃক পুরুষ লোকের সাদৃশ্য গ্রহণকারিনীকে অভিসম্পাত করেছেন।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৩৩২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ "পুরুষ হয়ে মেয়েদের মত চলা এবং মেয়ে হয়ে পুরুষের মত চাল-চলনের উপর নবী করীম (সা.) অভিসম্পাত করেছেন।" (বুখারী, ফতহুল বারী ১০/৩৩৩)

সাদৃশ্য গ্রহণ চাল-চলনে, কথা-বার্তায় এবং অঙ্গভঙ্গিমায় হতে পারে।

সাদৃশ্য আরো হতে পারে পোশাক আশাকে। সুতরাং পুরুষদের জন্য মেয়েদের চুরি, চেইন, বালা, গহনা ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয নয়- যা মেয়েদের বিশেষ পোষাক। তেমনি মেয়েরাও ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট পোষাক পরতে পারবে না। এর প্রমাণ হল হযরত আবু হুরায়রার (রা.) মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ "আল্লাহ তায়ালা অভিশম্পাত করেছেন সেই পুরুষকে যে মহিলাদের পোষাক পরে এবং সেই মহিলাকে যে, পুরুষের পোষাক পরে।" (আবু দাউদ ৪৩/৩৫৫ সহীহ আল-জামে ৫০৭১)

www.pathagar.com

চুলে কাল রং লাগান

এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল যে, এটি হারাম। কেননা নবী করীম (সা.) তাঁর হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন ঃ "শেষ যুগে কিছু লোক তাদের চুলকে কবুতরের ডানার মত করে কাল রঙে রাঙ্গাবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না।" (আবু দাউদ ৪/৪১৯; সহীহ আল-জামে ৮১৫৩ এবং নাসাঈ সহীহ সনদে।)

এ কাজটি আজ তাদের মাঝে ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায় যাদের চুল-দাড়ি পাকতে শুরু করেছে, তারা চুল দাড়িতে কাল খেজাব বা কলপ লাগায়। এর দ্বারা প্রতারণা ও ধোকাবাজির প্রবনতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া এতে ব্যক্তির মনে অহংকার ও অহমিকার সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হয়। নবী করীম (সা.) হতে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি মেহেন্দী বা এ ধরনের জিনিস দ্বারা চুলের রং পরিবর্তন করতেন যাতে হলুদ বা লাল রং বা লালচে রং আছে। যখন মক্কা বিজয়ের সময় আবু বকরের পিতা আবু কুহাফাকে রাসূলের সামনে নিয়ে আসা হল তখন তার চুল-দাড়ি সাদা বরফের মত দেখাচ্ছিল। তখন তিনি বলেন ঃ

"غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ"- (رواه مسلم ١٦٦٣/٣)

"তোমরা এর রং পরিবর্তন করে দাও, তবে কাল রং পরিহার করবে।" (মুসলিম ৩/১৬৬৩)

মেয়েদের বিধানও ছেলেদের মত, তারাও কাল রং পরিহার করে চলবে।

কাপড়, দেয়াল, পাত্র ইত্যাদিতে ছবি অংকন করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

"إِنَّ أَشَدَّ النَاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ"- (رواه البخارى ، انظر فتح البارى ٣٨٢/١٠)

www.pathagar.com

"নিশ্চয় কিয়ামতের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে চিত্রকররা।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৩৮২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ "তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে যায়। তাহলে সে একটি দানা অথবা একটি কণা সৃষ্টি করুক।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৩৮৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ "প্রত্যেক ছবি প্রস্তুককারক (চিত্রকর) জাহান্নামী হবে। সে যে ছবি এঁকে ছিল যাতে প্রাণ রয়েছে, তার জন্য তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমাকে যদি ছবি আঁকতেই হয় তাহলে, গাছপালা ইত্যাদির ছবি আঁক, যার প্রাণ নেই।" (মুসলিম ৩/১৬৭১)

এসব হাদীস হতে সেসব বস্তুর ছবি আঁকা হারাম সাব্যস্ত হয় যাতে প্রাণ রয়েছে। যেমন মানুষের ছবি, জীবজন্তুর ছবি। ছবি খোদাই করা বা অংকন করা কিংবা রংতুলি দিয়ে আঁকা ইত্যাদি সবই ছবি অংকনের মাঝে শামিল। হাদীসে যে ছবি হারামের কথা বলা হয়েছে তাতে সব ধরনের ছবিই শামিল।

একজন মুসলমানের কর্তব্য হল-শরীয়তের বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া। কোন রকম তর্ক-বির্তক না করা। একথা না বলা যে, আমিতো এর ইবাদত করি না, একে সিজদা করি না। কেউ যদি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তাহলে ছবির অপকারিতা ও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে পারবে। ছবির কারণেই আজ মানুষ অন্যায় অশ্লীলতায় ও পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। ছবি মানুষের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে।

একজন মুসলমানের উচিত সে যেন, তার বাড়িতে এমন ছবি সংরক্ষণ না করে যাতে প্রাণ রয়েছে। ছবি যেন তার ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি না করে। মহানবী (সা.) বলেন ঃ

"لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْر"-

"যে ঘরে কুকুর এবং ছবি রয়েছে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৩৮০)

অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের মূর্তির ছবি, বা কাফেরদের বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি। তারা সেগুলোকে ঘরে সাজিয়ে রেখেছে শোভা বৃদ্ধির জন্য।

www.pathagar.com

এসব করা হারাম। এছাড়াও ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা হারাম। কত লোক ছবি দেখে একে সম্মান করে। আবার কেউ হা হুতাশ করে, আবার কেউ এসব দেখে গর্ব, অহংকার করে। একথা বলা ঠিক হবে না যে, ছবি রাখা হয়েছে স্মৃতিস্বরূপ। প্রকৃত স্মৃতিতো মানুষের অন্তরে। মুসলমানের স্মৃতি স্মরণ করে তাদের জন্য দু'আ এবং রহমত কামনা করবে। সুতরাং আমাদের উচিত হবে সব ধরনের ছবিকে নষ্ট করা অথবা মুছে ফেলা। তবে যা মুছে ফেলা অত্যন্ত কষ্টকর যেমন রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত ছবি, অভিধানে ব্যবহৃত ছবি ইত্যাদি। তবুও তা যত বেশী বর্জন করা যায় ততোই ভাল। তবে খারাপ ছবি সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং তা বর্জন করতে হবে। কোন কোন আলেমে দ্বীন সেসব ছবি সংরক্ষণ করা জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে নির্যাতনের প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। যেমন- কাউকে লাথি মারছে বা কাউকে বেত্রাঘাত করছে ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»۔ (التغابن : ١٦)

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

মিথ্যা স্বপ্ন বলা

নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কিংবা আর্থিক উপকারিতা লাভের জন্য অথবা যার সাথে তার শত্রুতা রয়েছে তাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে অনেকেই ইচ্ছা করে মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে বলে। সাধারণ লোকজন স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করে আর এর দ্বারা প্রতারিত হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে তার জন্য কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفُرٰى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ ، أَوْ يُرٰى عَيْنُهُ مَا لَمْ تَرَى ، وَيَقُوْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ"۔ (رواه البخارى ، انظر الفتح ٦/٥٤٠)

"নিশ্চয় বড় মিথ্যা হলো কেউ তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে ডাকে অথবা মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের শানে এমন কথা বলে যা তিনি বলেন নি।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৬/৫৪০)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি স্বপ্ন না দেখে বানিয়ে বলে তাকে দুইটি যবের দানার ভিতরে গিরা দিতে বলা হবে, কিন্তু সে তা করতে পারবে না।" (বুখারী দেখুন ফতহুল বারী ১২/৪২৭)

দুইটি যবের দানার ভিতরে গিরা দেয়া অসম্ভব ব্যাপার। যেমন কর্ম তেমনি তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

কবরের উপর বসা, পা দিয়ে মাড়ান এবং কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

"لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ"۔ (رواه مسلم ٢/٦٦٧)

"তোমাদের কেউ যদি আগুনের উপর বসে এবং সে আগুন তার কাপড় পুড়ে চামড়ায় গিয়ে পৌছে তাহলেও সেটা কবরের উপর বসার চাইতে উত্তম।" (মুসলিম ২/৬৬৮)

কবরকে পা দিয়ে মাড়ান- কিছুলোক এটা করে মাইয়েতকে কবর দিতে গিয়ে জুতা পরে বা খালি পায়ে অন্যান্য কবরকে মাড়ায়। এর ভয়াবহতার ব্যাপারে নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "আমি কোন আগুনের উপর দিয়ে বা তালোয়ারের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করি কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে হেটে যাবার চেয়ে।" (ইবনে মাজা ১/৪৯৯; সহীহ আল-জামে ৫০৩৮)

তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে যারা কবরস্থান নিয়ে ব্যবসায়িক বা আবাসিক প্রকল্প গড়ে তুলে? কবরস্থানে পেশাব বা পায়খানা করে। এর দ্বারা তারা মৃত ব্যক্তিদেরকে কষ্ট দেয়।

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "সে ভ্রুক্ষেপ করে না কোথায় পেশাব-পায়খানা করল, কবরে করল না কি বাজারের মাঝে? (ইবনে মাজা ১/৪৯৯; সহীহ আল-জামে ৫০৩৮)

বাজারে লোকদের সামনে নির্লজ্জের মত পেশাব পায়খানা করার মতই কবরে বা

www.pathagar.com

তার আশপাশে পায়খানা করা নির্লজ্জ কাজ। যারা ইচ্ছা করে কবরে ময়লা আবর্জনা ফেলে বিশেষ করে পরিতক্ত কবরে, তারাও এ শাস্তির ভাগিদার হবে। কবরস্থানে জিয়ারতে গেলে কবরের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হলে শিষ্টাচার হল জুতা খুলে নেয়া।

পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা

ইসলামী শরিয়তের এটি এক বিরাট সৌন্দর্য্য ও কল্যাণকর দিক। শরিয়ত মানুষের কল্যাণের জন্যই বিধি বিধান দিয়েছে। এর মাঝে অন্যতম হল অপবিত্র জিনিসকে দূর করা। অপবিত্র ময়লা দূর করার জন্যই ইস্তেঞ্জা ও ঢিলার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। অনেকেই পবিত্রতা অর্জনে এবং ময়লা দূর করতে শৈথিল্য দেখায়, যার ফলে কাপড়, শরীর পাক হয় না এবং নামাযও কবুল হয় না। নবী করীম (সা.) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এটি কবর আযাবের অন্যতম কারণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা নবী করীম (সা.) মদীনার এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুটি কবরে শায়িত মানুষের আযাবের শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এই দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। এরা বড়কিছু গুণাহের কারণে আযাব পাচ্ছেনা।" অতঃপর বললেন, "হাঁ (অপর বর্ণনায় ঃ অবশ্যই তা বড় গুনাহ)। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে বাঁচাতো না এবং অন্যজন একের দোষ অন্যের নিকট বলে বেড়াত।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১/৩১৭)

নবী করীম আরো জানিয়েছেন যে, অধিকাংশ কবরের আযাবের কারণ হল পেশাব থেকে ভালভাবে পাক না হওয়া। (আহমাদ ২/৩২৬; সহীহ আল-জামে ১২১৩)

প্রস্রাব থেকে ভাল ভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারেনা সে ব্যক্তি, যে প্রস্রাব করতে বসে প্রস্রাব শেষ হওয়ার পূর্বেই উঠে দাঁড়ায় অথবা এমন জায়গায় বা এমন অবস্থায় প্রস্রাব করে যে এর ছিটা গায়ে বা কাপড় চোপড়ে এসে পড়ে কিংবা এস্তেঞ্জা করে না। আমাদের বর্তমান যুগে কাফেরদের অনুকরণে দেয়ালের গায়ে লাগানো প্রস্রাবের জন্য স্থান রয়েছে। এখানে অনেকেই প্রস্রাব করার পর এস্তেঞ্জা না করেই কাপড় চোপড় পরে নেয়। এর দ্বারা তারা দু'টি হারাম কাজ করে। প্রথতমঃ তারা নিজেদের লজ্জাস্থান মানুষের দৃষ্টি থেকে হেফাজত করে না। দ্বিতীয়তঃ তারা ভাল ভাবে প্রস্রাব থেকে প্রবিত্রতা অর্জন করে না।

www.pathagar.com

চুপিসারে অন্যের কথা শ্রবণ করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلاَ تَجَسَّسُوْا» ـ (الحجرات : ١٢)

"এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ "যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের কথা গোপনে শুনবে আর তারা তাকে ঘৃণা করবে তাহলে কিয়ামতের দিন তার দুই কানে গরম শিসা ঢেলে দেয়া হবে।" (তবারানী, আল-কাবীর ১১/২৪৮-১৪৯; সহীহ আল-জামে ৬০০৪, [সহীহ আল-বুখারী- সম্পাদক])

যদি কেউ কারো ক্ষতি করার জন্য একের কথা অন্যের নিকট বলে দেয়, তাহলে একে বলা হবে গুপ্তচর বৃত্তি এবং সেটি অত্যন্ত গুনাহের কাজ। কারণ নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি গুপ্তচর বৃত্তি করে বেড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৪৭২)

প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণ করা

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে আমাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

«وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا» ـ (النساء : ٣٦)

www.pathagar.com

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করোনা । পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী এবং সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিত জনকে।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম, কেননা প্রতিবেশীর হক অনেক বড়। হযরত আবু শুরায়হ (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

"وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلَّذِىْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ"۔ (رواه البخارى ، انظر فتح البارى ١٠/٤٤٣)

"আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ, সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ, সে মুমিন নয়, বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ১০/৪৪৩)

নবী করীম (সা.) মানুষের ভাল মন্দের মাপকাঠি হিসেবে প্রতিবেশীর প্রশংসা অথবা বদনাম করাকে গণ্য করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীমকে (সা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল আমি কিভাবে জানব যে আমি ভাল করছি নাকি মন্দ করছি?। তখন নবী করীম (সা.) বলেন ঃ যখন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার ব্যাপারে ভাল বলতে শুনবে তখন বুঝবে যে তুমি ভাল কাজ করছ, আর যখন শুনবে তোমার বদনাম করছে, তখন তুমি বুঝবে যে তুমি মন্দ কাজ করছ। (আহমাদ ১/৪০২; সহীহ আল-জামে ৬২৩)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন একসাথে যুক্ত দেয়ালে কোন কাঠ বা কিছু গাড়তে না দেয়া কিম্বা উচু করে দেয়াল দিয়ে আলো বাতাস বন্ধ করা অথবা জানালা মেলা এবং প্রতিবেশীর ইজ্জত আবরু দেখা কিংবা শব্দ দ্বারা কষ্ট দেয়া, বিশেষ করে ঘুমের বা আরামের সময় অথবা তার সন্তাদের মারা এবং দরজার সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলা। অপরাধ মারাত্মক হবে যদি প্রতিবেশীর সাথে অপকর্ম করে এবং এর জন্য গুনাহ ডবল করা হবে। যেমন নবী

www.pathagar.com

করীম (সা.) বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির দশজন মহিলার সাথে জেনা করাও সহজ, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা করার চেয়ে এবং কোন ব্যক্তির দশটি বাড়ীতে চুরি করাও সহজ প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করার চেয়ে।" (আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১০৩; সিলসিলা সহীহা ৬৫)

অনেক গাদ্দার প্রতিবেশীর অনুপস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

ক্ষতিকারক ওসিয়ত বা উইল করা

ইসলামী শরিয়তের মূলনীতির অন্যতম হল - "নিজের ক্ষতি নয় এবং অন্যেরও ক্ষতি নয়।" অনেকেই প্রকৃত ওয়ারিসদের ক্ষতি করে বা বঞ্চিত করে ওসিয়তনামা বা উইল করে যায়। তারা রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষিত এ কঠোর শাস্তির আওতায় পড়বে ঃ

"مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ"- (رواه أحمد ، انظر صحيح الجامع ٦٣٤٨)

"যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে অন্যের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তার উপর কঠোর হবেন।" (আহমাদ, দেখুন সহীহ আল-জামে ৬৩৪৮)

ক্ষতিকারক উইলের বা ওসিয়তের অনেক ধরণ হতে পারে, যেমন প্রকৃত কোন ওয়ারিসকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা কিম্বা শরিয়ত বহির্ভূত ভাবে কোন ওয়ারিসকে বেশী অংশ দিয়ে দেয়া অথবা এক তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়ত করা।

যেসব দেশে শরীয়তের আইন কার্যকর নেই, সেসব দেশের লোকজন আল্লাহ প্রদত্ত তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়। মানব রচিত আইন বলবৎ থাকার কারণে এসব ক্ষতিকর ওসিয়ত বা উইল কার্যকর করা হয়ে থাকে এবং কোর্ট এসব উইল বাস্তবয়নে আইনী সহায়তা প্রদান করে।

www.pathagar.com

দাবা খেলা

বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় অনেক খেলাই শরিয়ত সম্মত নয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দাবা খেলা। নবী করীম (সা.) এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, কেননা তা জুয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। হযরত আবু মুসা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ "যে ব্যক্তি দাবা খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করল।" (আহমাদ ৩/৪৫৩; দেখুন সহীহ আল-জামে ৬৩৪৮)

কোন মুসলমানকে বা অন্যকাউকে অভিসম্পাত করা

অনেকেই রাগের সময় নিজের জিহবাকে সংযত করতে পারে না, যার ফলে দ্রুত অন্যকে গালাগালি ও অভিসম্পাত দিয়ে ফেলে। মানুষকে, জীবজন্তুকে, দিন-ক্ষণকে অভিসম্পাত করে, এমনকি নিজেদেরকে এবং সন্তান-সন্ততিকে অভিসম্পাত করে। স্বামী-স্ত্রীকে অভিসম্পাত করে বা এর বিপরীতও ঘটে। এটি খুবই খারাপ এবং ঘৃণিত কাজ। হযরত আবু যায়েদ ইবনে যোহাক আল-আনসারী (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"... مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ"- (رواه البخارى ، انظر فتح البارى ١٠/٤٦٥)

".একজন মুসলমানকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার মত।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী১০/৪৬৫)

অভিসম্পাত বেশীর ভাগ মেয়েদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। নবী করীম (সা.) স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের জাহান্নামে প্রবেশের এটি অন্যতম কারণ। তাছাড়াও অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ পাবে না। এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক এ কারণে যে, অভিসম্পাত অভিসম্পাতকারীর উপরই ফিরে আসে, যদি তা অন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা সে প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্যই বদদু'আ করল এবং নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করল।

www.pathagar.com

বিলাপ করা

মেয়েরা যে অনাকাংখিত কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হল মৃতের জন্য চিৎকার করে বিলাপ করা, মুখের উপর আঘাত করা, কাপড় ছিড়ে ফেলা, মাথা ন্যাড়া করা, তাছাড়াও এমন আচরণ করা যাতে তকদীরের উপর অসন্তুষ্টির কথা বুঝা যায় এবং বিপদে ধৈর্য্য ধারণ না করা বুঝায়। যারা এরূপ করবে তাদের উপর নবী করীম (সা.) অভিসম্পাত করেছেন। হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত ঃ "নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন, যে নারী তার মুখমণ্ডলে আঘাত করে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং ধ্বংস ও হালাকের জন্য আহবান করে।" (ইবনে মাজা ১/৫০৫; সহীহ আল-জামে ৫০৬৮)

হযরহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি গালের উপর চপেটাঘাত করল এবং পকেট ছিঁড়ে ফেললো এবং জাহেলিয়াতের ডাক ডাকল সে আমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বুখারী, দেখুন ফতহুল বারী ৩/১৬৩)

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانَ وَدِرْعٌ مِنْ جرب"- (رواه مسلم رقم ٩٣٤)

"বিলাপকারিণী যদি মৃত্যুর পুর্বে তাওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন যখন তাকে উঠান হবে তখন তার গায়ে আলকাতরার পাজামা এবং পিচের জামা পরান থাকবে।" (মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৪)

মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং তাতে ছাপ আঁকা

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

"نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِى

www.pathagar.com

الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ"- (رواه مسلم ٣/١٦٧٣)

"নবী করীম (সা.) মুখমণ্ডলের উপর মারতে এবং এতে কোন কিছু অংকন করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম ৩/১৬৭৩)

*** মুখমন্ডলে আঘাত করা ঃ** অনেক পিতা এবং শিক্ষক ইচ্ছা করে বাচ্চাদের শাস্তি দেয়ার সময় মুখমন্ডলে চড় মারে। অনেক মালিকও তার কর্মচারীর সাথে এ আচরণ করে। এর দ্বারা মূলত মানুষকেই অপমান করা হয়ে থাকে, কেননা আল্লাহ তা'য়ালা মুখমণ্ডলের দ্বারা মানুষকে সম্মান দিয়েছেন, তাছাড়াও আঘাতের কারণে মুখের সাথে সম্পৃক্ত কোন কোন অনুভূতি শক্তি লোপ পেতে পারে যার ফলে ব্যাপারটি হয়তা কেসাসের পর্যায়ে গড়াতে পারে।

*** প্রাণীর মুখে দাগ অংকন করা ঃ** অনেকেই তার জীবজন্তুর মুখে দাগ দেয় যেন তা হারিয়ে না যায়। এটি হারাম কাজ, কেননা এর দ্বারা প্রাণিটিকে কষ্ট দেয়া হয় এবং চেহারায় বিকৃতি ঘটান হয়। অনেকে বলেন, দাগ দেখেই বুঝা যায় এ প্রাণী কোন কবিলার। যদি চিহ্ন দেয়ার একান্তই প্রয়োজন পড়ে তাহলে অন্যত্র দেয়া যেতে পারে, মুখে নয়।

শরয়ী কারণ ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখা

শয়তানের পদক্ষেপের মাঝে অন্যতম হল মুসলমানদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অনেকেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোন শরয়ী ওজর ছাড়াই তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। দেখা যায়, অনেকেই আর্থিক কারণে বা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্পর্কচ্ছেদ চালিয়ে যায় যুগ যুগ ধরে। কেউ হয়তো বা শপথ করে বসে তার বাড়ীতে প্রবেশ করবে না বলে অথবা রাস্তায় দেখা হলে এড়িয়ে যায়। কোন মজলিসে গেলে আশেপাশে সবার সাথে মুসাফাহা করলেও তাকে বাদ দেয়। এটি মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার এক অন্যতম কারণ। এজন্য ইসলামী শরিয়ত এ ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

"لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ"- (رواه أبو داود ٥/٢١٥ وهو فى

www.pathagar.com

صحيح الجامع ٧٦٣٥)

"কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে । যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ ৫/২১৫; সহীহ আল-জামে ৭৬৩৫)

হযরত আবু খুরাম আসলামী (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

"مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ بِسَفْكِ دَمِهِ"۔ (الأدب المفرد للبخارى حديث رقم ٤٠٦ وهو فى صحيح الجامع ٦٥٥٧)

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকল সে যেন তার রক্ত প্রবাহিত করল।" (আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নম্বর ৭৬৩৫; সহীহ আল-জামে ৬৫৫৭)

সম্পর্কচ্ছেদের কারণে মানুষ আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত ঃ

"تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ ، يَوْمُ الاِثْنَيْنَ وَيَوْمُ الْخَمِيْسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءَ ، فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا أَوْ أُرْكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا"۔ (رواه مسلم ١٩٨٨/٤)

"মানুষের আমল সপ্তাহে দু'দিন আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হয় - সোমবার ও বৃহস্পতিবার। প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হবে একমাত্র যে বান্দা ও তার ভাইয়ের মাঝে ঝগড়া বিবাদ রয়েছেতাদেরকে ছাড়া। বলা হবে তাদেরকে বাদ দাও অথবা তাদের জন্য বিলম্ব কর যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলে।" (মুসলিম ৪/১৯৮৮)

এদের কেউ তাওবা করলে যেন তার সঙ্গীর সাথে দেখা করে সালাম বিনিময় করে। যদি তার সঙ্গী তার সাথে মিলতে অসম্মত হয় তাহলে সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেল। আর যে মিলতে অসম্মত হল তার ঘাড়েই গুনাহ চাপল। হযরত আবু আইউব (রা.) হতে মারফ সূত্রে বর্ণিত ঃ

www.pathagar.com

"لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ"-

(رواه البخارى ، انظر فتح البارى ١٠/٤٩٢)

"কোন লোকের জন্য এটা বৈধ হবে না যে সে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক বর্জন করে চলে- দেখা হলে একে অপরকে এড়িয়ে চলে। এদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে প্রথমে সালাম দেয়।" (বুখারী, ফতহুল বারী ১০/৪৯২)

সম্পর্কচ্ছেদ যদি শরয়ী কারণে হয়ে থাকে, যেমন নামায ত্যাগ করা অথবা খারাপ কাজ অব্যাহত রাখা ইত্যাদি এবং সম্পর্কচ্ছেদ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভুল বুঝতে পারে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তাহলে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব। আর যদি সম্পর্ক ছিন্ন করলে অপরাধী আরো বেপরওয়া হয়ে উঠে, সম্পর্ক আরো তিক্ত হবার আশংকা থাকে, তাহলে এ অবস্থায় সম্পর্ক ছিন্ন করা ঠিক হবে না। সম্পর্ক বজায় রেখে যথা সম্ভব ভাল ব্যবহার ও নসিহত অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিশেষে ঃ মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এখানে কতিপয় বহুল প্রচলিত হারাম কাজকে উল্লেখ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি তাঁর সুন্দরতম নামের মাধ্যমে, তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণে ভয়ভীতি সৃষ্টি করেন, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে জান্নাতে পৌঁছার ব্যবস্থা করেন, আমাদের পাপরাশি ও ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা করেন, আমাদেরকে হালাল দ্বারা হারাম থেকে বেঁচে চলার তাওফীক দেন, আমাদের তাওবা কবুল করেন, তিনিই একমাত্র দু'আ কবুলকারী। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্য।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com